www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১১ চৈত্র – ১৭ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 23, 25 March - 31 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

এবার
কাজের খবর
তিনের পাতায়

অভিষেকের প্রত্যাবর্তন ডায়মন্ড হারবারে

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং উন্নয়ন বিরোধী অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে

ঐতিহাসিক

জনসভা

২রা এপ্রিল, দুপুর ২টো

প্রধান বক্তা **অভিষেক ব্যানার্জ্জী**

সাংসদ, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র ঃ সভাপতি, সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস

স্থান– ডায়মন্ডহারবার এস. ডি. ও. মাঠ

জেলা জুড়ে অভিষেক ব্যানার্জ্জীর সভা ঘিরে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি

নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুই সৈনিক সওকাত মোল্লা, বিধায়ক (ক্যানিং পূর্ব) ও সভাপতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল যুবকংগ্রেস এবং অনিরুদ্ধ হালদার (পার্থ), দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কার্য্যকরী সভাপতি, তৃণমূল যুব কংগ্রেস

জয়হিন্দ ভবন সোনারপুরে প্রস্তুতি সভা

পূজালীতে প্রস্তুতি সভা

ফলতাতে প্রস্তুতি সভা

ডাঃ হাঃ ২ ব্লকে প্রস্তুতি সভা

আমতলাতে প্রস্তুতি সভা

দক্ষিণ বারাসত

বানঘাটে প্রস্তুতি সভা

ক্যানিং ১ ব্লকে প্রস্তুতি সভা

বজবজে প্রস্তুতি সভা

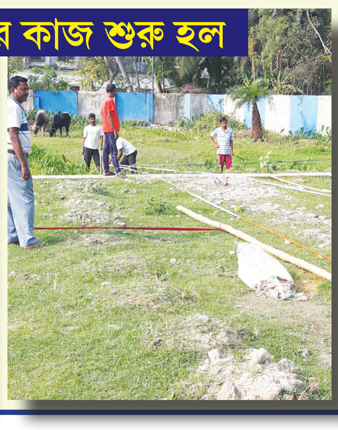
সভামঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হল

মনোরম পরিবেশে বাড়ি বানাতে চান?

শান্তিপূর্ণ জায়গায় ব্যবসা করতে চান?

বাওয়ালী–বিড়লাপুর–রানিয়া কিংবা 75 ও 76 রোডে জমি ক্রয়–বিক্রয় করতে চান??

আজই যোগাযোগ করুন

কৌশিক হালদার

8335890560

সেখ রেজাউল

9874921150

নাম পরিবর্তন

আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ০৩/০৩/২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে তলবি হেলা (Talabi Hela) এবং ডাক নাম কমলা হেলা (Kamala Hela)–র পরিবর্তে তল্বি হেলা (Talbi Hela) নামে পরিচিত হইলাম। এখন থেকে আমার সমস্ত তথ্যাদিতে সঠিক নাম তল্বি হেলা (Talbi Hela) উল্লিখিত হইবে।

তল্বি হেলা, ৯৪ টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা–২৬

নাম পরিবর্তন

আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ১৮/০৩/২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার জমির দলিলে উল্লিখিত বিপ্লব কুমার সাউ–এর পরিবর্তে আমার ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডে উল্লিখিত বিল্বমঙ্গল সাউ নামে পরিচিত হইলাম। বিপ্লব কুমার সাউ ও বিল্বমঙ্গল সাউ এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

বিল্বমঙ্গল সাউ, হাড়ভাঙ্গি, বাসন্তী,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আপনার পণ্যের পরিচয় গ্রাম–বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চান?

স্বল্প খরচে বিজ্ঞাপন দিন আলিপুর বার্তায়

ALIPUR BARTA

(Weekly News Journal)

R.N.I. No. : 13709/66
57/1A, Chetla Road, Kolkata - 700 027
Phone : 2479-8591, 2495-9148

আলিপুর বার্তা 1966-2016

ADVERTISEMENT TARIFF

(Effected from: 1st. April, 2017)

MECHANICAL DATA

Language	:	Bengali
Printing Process	:	Photo Offset
Size of Paper	:	41 cmx 28 cms
Overall Print Area	:	38 cm x 25 cms

SPECIAL SEGMENT (Rate per issue)		
Space No. 3	Ear Panel (1st page)	Rs. 100/- each
Space No. 4	Ear Panel (back page)	Rs. 100/- each
Space No. 2	Solas (1st. page)	Rs. 3000/- each
Space No. 1	Jacket	Rs. 10000/- each
COLOUR SEGMENT (Rate per issue)		
Space No. 5	Full page (back page)	Rs. 8000/- each
Space No. 6	Full page (other page)	Rs. 6000/- each
Space No. 7	Half page (1st & back page)	Rs. 5000/- each
Space No. 8	Half page (other page)	Rs. 4000/- each
Space No. 9	Quarter page (1st & back page)	Rs. 3000/- each
Space No. 10	Quarter page (other page)	Rs. 2500/- each
Space No. 11	½ Quarter page (1st & back page)	Rs. 2000/- each
Space No. 12	½ Quarter page (other page)	Rs. 1500/- each
BLACK & WHITE SEGMENT (Rate per issue)		
Space No. 13	Full page	Rs. 4000/- each
Space No. 14	Half page	Rs. 3000/- each
Space No. 15	Quarter page	Rs. 2000/- each
Space No. 16	½ Quarter page	Rs. 1000/- each

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০১৭

মেষ : শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

বৃষ : মনের সন্দেহ দূর করুন। দায়িত্বমূলক যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল হবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। ধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। আর্থিক শুভ।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ বিদ্যামান। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন। তথাপি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কে মিশবেন।

কর্কট : বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ বিদ্যমান। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রেম প্রীতির বিষয়ে সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। শিক্ষায় ফল ভাল হবে।

সিংহ : শরীর ভাল যাবে না বিশেষ করে রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি হবে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবে না। শিরঃ পীড়ায় ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ঝামেলা থাকলে তা মিটে যাবে। সপ্তাহের শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি ঘটবে। দায়িত্বশীল কাজগুলিতে বাধার সৃষ্টি করবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। সতর্কে থাকুন।

তুলা : নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। যারা গান বাজনার চর্চা করেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি, স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক চঞ্চলতা এবং উদ্বেগ থাকবে। ধর্মীয় সাফল্য ও উন্নতির যোগ বিদ্যমান। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে। মনের সন্দেহ দূর করে সহজ স্বাভাবিক থাকুন মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে উপকার করতে যাবেন না।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা থাকলেও সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। লেখ্য পরীক্ষা বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় ও বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। গৃহে এখন নতুন কিছু করতে যাবেন না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি ধীর গতিতে হবে, ব্যবসায়ে লাভযোগ রয়েছে। সৎ এবং সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হবে, তাতে আপনি লাভবান হবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে, পিতার সঙ্গে সময়টি শুভদায়ক নয়।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রতারকরা গুরে বেড়াচ্ছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। অতএব সতর্কে থাকতে হবে। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় না যাওয়াই উচিৎ।

মীন : শরীরের দিক থেকে খুব ভালমন্দ ফল পাবেন না। ব্যবসায় বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। লেখাপড়ায় ভালো ফলের আশা করা যায়। শিরঃ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুত্বের থেকে সাবধান থাকবেন।

হাওড়ায় আলিপুর বার্তা

সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৬৭৪৩৬৩৯৬১

আলিপুর বার্তায় যেকোনও বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ০৩৩২৪৭৯৮৫৯১

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

আপনি কি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রতারণার শিকার?

আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম ঠিকানা সহ আমাদের জানান।

আমরা তুলে ধরব প্রতিকারের আশায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO–18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/kul/S24Pgs./2017 Dated– 21.03.2017 তে মোট 01টি Boundary wall, Tube–Well 12টি, ফার্নিচার সরবরাহ, মাঠ ভরাট এবং ইটের রাস্তা ২টি নির্মাণের জন্য Tender ডাকা হয়েছে, উক্ত Tender Memo No. এর জন্য ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ বেলা 4–00 টা পর্যন্ত শেষ সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে নির্বাহী আধিকারিক, কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

223/22.03.17

শব্দবার্তা ২৩

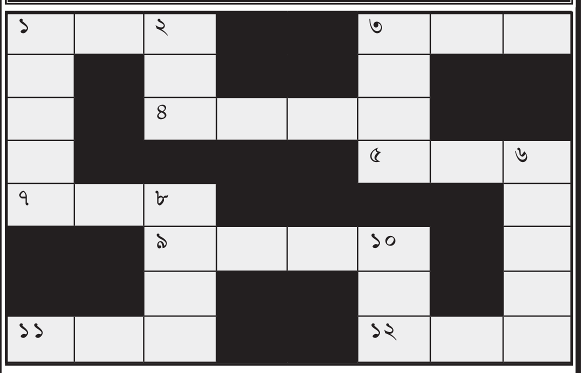

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গোরু তাড়াবার ছোট লাঠি ৩। ‘এসেছে—বন্ধু’ ৪। রাস্তা দিয়ে চলাচলের জন্য দেয় খাজনা ৫। ফিঙে পাখি ৭। ভাগ্য ৯। যমরাজ ১১। প্রাণবন্ত, হাসিখুশি ১২। অভিলাষ।

উপর–নীচ

১। রান্নায় ব্যবহৃত জিরে, কালোজিরে, মেথি, মৌরী ও রাঁধুনির মিশ্রণে তৈরি মশলা ২। পাপ যাকে স্পর্শ করেনি ৩। মোহর ৬। (আলং) কোনো বিষয়ের প্রাথমিক তথ্যও না জানা ৮। এই নামের আড়ালে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১০। গলার একনর মালা।

সমাধান : শব্দবার্তা ২২

পাশাপাশি : ১। শতভিষক ৪। তাড়ি ৫। চিতই ৬। করমচা ১০। সাতিশয় ১২। রকবা ১৩। অর্ধ ১৪। নিষ্ফলা বার।

উপর–নীচ : ১। শল্য চিকিৎসা ২। ভি আই পি ৩। কষাকষি ৪। তালিম ৭। চাকর বাকর ৮। শয়তানি ৯। করপাল ১১। তিলার্ধ।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুণ্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুণ্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১১ চৈত্র – ১৭ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 23, 25 March - 31 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

এবারে কাজের খবর তিনের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেসরকারি হাসপাতাল– নার্সিং হোমের

যথেচ্ছাচার আটকাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসমতো বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হল রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন। এই কমিশন প্রতারিত যন্ত্রণাকাতর মানুষের ভরসাস্থল হয়ে উঠবে বলেই সরকারের আশা।

রবিবার : সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার পেলেন যোগী আদিত্য রাজ। ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের নানা কাল্পনিক তত্ত্ব নিয়ে সোচ্চার কিছু সংবাদ মাধ্যম। যোগীর কাছে তাই সামনে নিরপেক্ষ প্রশাসনের কঠিন চ্যালেঞ্জ।

সোমবার : কলকাতা হাইকোর্টের পর এবার দিল্লি হাইকোর্টও জানিয়ে

দিল মা–বাবার বাড়িতে থেকে তাঁদের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করলে বাড়িতে থেকে সেই দুর্বিনীত সন্তানকে তাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার আছে বাবা–মার।

মঙ্গলবার : গঙ্গা–যমুনা নিছক নদী নয়। এরা ভারতের জীবন্ত

সত্তা। সংবিধান স্বীকৃতি সমস্ত মৌলিক অধিকার এদের প্রাপ্য। এই রায় দিয়ে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে প্রশাসনিক বোর্ড গড়ার নির্দেশ দিয়েছে উত্তরাখন্ড হাইকোর্ট।

বুধবার : নারদকান্ডে কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের

নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ভর্ৎসিত হতে হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। এমনকি ক্ষমা চেয়ে তুলে নিতে হল মামলা।

বৃহস্পতিবার : স্কুল–কলেজের পরীক্ষার মার্কশিট ও শংসাপত্র

নিয়ে জালিয়াতি ঠেকাতে এবার এসব ক্ষেত্রেও আধার কার্ড ও ছবি বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার : রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর সিদ্ধান্ত নিল আগামী ১ এপ্রিলের পর যেসব শিক্ষকরা অবসর নেবেন তাদের আর পেনশনের জন্য ছোটাছুটি করতে হবে না। স্কুল থেকেই প্রক্রিয়া চলবে ই–পেনশনের। প্রথম চালু হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনায়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে

পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক গন্ডগোলের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০৮ সাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একদা লাল দুর্গ কার্যত তৃণমূলের দখলে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে লোকসভা–বিধানসভা ও পুর–পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ভিত আরও মজবুত করে এই জেলায়।

আগামী মে মাসে জেলার পূজালি পুরসভা এবং ২০১৮ সালের প্রথমদিকে এই জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। কিন্তু জেলা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে এই জেলার প্রতিটি ব্লকেই বর্তমানে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–নেত্রীরা বিভিন্ন গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার। দলের মধ্যে বিভিন্ন লবি ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এখন থেকে যদি কড়া হাতে গোষ্ঠী কোন্দলের সমাধান করা না হয়, তাহলে পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন এলাকায় গন্ডগোল দেখা দিতে পারে নিজেদের দলের মধ্যেই, এমনই আশঙ্কা জেলা গোয়েন্দাদের। সূত্রের খবর, পুজালি পুরসভায় শাসক তৃণমূলের নেতারা দুটি মেরুতে বিভাজন হয়ে গিয়েছে। আদি তৃণমূলের এক তরুণ নেতা

জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর

সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন এক প্রবীণ নেতাকে। প্রবীন ও নবীন দুই নেতাই তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করতে পরস্পর পাল্টা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

সূত্রের খবর যদি পুর নির্বাচনের আগে ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্ধারিত না হয়, তাহলে পূজালি পুর নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক অশান্তি হতে পারে শাসক তৃণমূলের মধ্যে। জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় পুজালির শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত। তবে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে।

অন্যদিকে আগামী ত্রিস্তর নির্বাচনে কারা কারা প্রার্থী হবেন, সে নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক তৃণমূলের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর বিভিন্ন ব্লকের নেতা–নেত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে জেলার উর্ধতন নেতার দ্বারস্থ হচ্ছেন। আদি পুরানো তৃণমূল কর্মীদের প্রাধান্য না দিয়ে নব্য তৃণমূল বা সিপিএম–কংগ্রেস থেকে আগত সুযোগ সন্ধানী নেতাদের 'দাদাগিরি' অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে অনেকেই ফুঁসছেন। তৃণমূলের সভাতে প্রচুর লোক সমাগম হলেও অনেক বুথে নিঃশব্দে বিজেপির মনোভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বলে জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর। তাহলে তৃণমূলের সভায় ভিড় হচ্ছে কেন? কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গ্রাম অঞ্চলে নানা পরিষেবা দিয়েছে। যেমন কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অতিবৃষ্টিতে কৃষি ক্ষতি পূরণ, পুকুরে ডুবে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ, গীতাঞ্জলী প্রকল্পে ঘর, ১০০ দিনের প্রকল্পে কলা ও নারকেল গাছ এবং নগদ টাকা, সিভিক ও ভিলেজ পুলিশে চাকরি, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। গ্রাম গঞ্জের মানুষ নানাবিধ এই সব পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে চান না। বলেই তৃণমূলের নেতাদের ডাকা সভায় হাজির থাকছেন।

জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর শাসক তৃণমূলের অতি সংখ্যালঘু তোষণ বিষয়টিও অনেকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তাছাড়া সম্প্রতি নানান চুক্তি ভিত্তিক চাকরি, প্রাইমারি স্কুল ও গ্রুপ ডি–চাকরির ক্ষেত্রে নানা স্বজনপোষণ নীতির অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। গ্রাম–গঞ্জে শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীদের সে অর্থে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায়, নতুন প্রজন্ম কি করবে, সে নিয়ে সন্দেহ আছে। গ্রাম–গঞ্জের অনেক নেতাদের ব্যবহার সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছেন না। বিভিন্ন থানায় গিয়ে সাধারণ মানুষ ভাল ব্যবহার ও পুলিশি সহযোগিতাও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। অনেক থানা স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে বলে অভিযোগ। জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই রাজ্য গোয়েন্দা ও স্বরাষ্ট্র দফতরকে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

মিউটেশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ফুঁসছে বাংলা

সুদীপ কুমার দাস: জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মিউটেশন ফি অত্যাধিক বাড়ানোয় ক্ষোভ দানা বাঁধছে সারা রাজ্য জুড়ে। গত মাসের প্রথমদিকে জারি হওয়া এক সরকারি নির্দেশনামায় (৩৯৮/এলপি/৫এম–৩৩/১৫তারিখ ০২.০২.২০১৭) কৃষি জমির ক্ষেত্রে এক শতকে এই ফি ১ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। বিঘায় যা ৩৩ টাকা হয়েছে

বিক্ষোভ গোসাবায়

১৩২০ টাকা। অকৃষি জমি যেমন ডোবা, বাস্তু জমির ক্ষেত্রে এক শপথে ১০ টাকার ফি বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকায়। এবং বিঘা প্রতি ৩৩০ টাকার পুরনো ফির বদলে এখন দিতে হবে ৩৩০০ টাকা। লাগাম ছাড়া এই ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা রাজ্যে তৈরি হচ্ছেন গরিব খেটে খাওয়া মানুষ। বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে কৃষিজীবীরা ইতিমধ্যেই স্থানীয় ভূমি দফতরে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন। চলছে বচসা ও বাক বিতন্ডাও। এমন প্রতিবাদের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার গোসাবায়। মিউটেশন ফি বৃদ্ধি বিরোধী কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় বিএলএলআরও অফিসে গিয়ে প্রতিবাদ জানালেন একদল নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ। প্রায় দুশতাধিক কৃষিজীবী মানুষের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন চন্দন মাইতি, গৌতম দত্ত, বিমল মন্ডল, বলরাম সরদার প্রমুখ।

পুরসভার টাকা নয়ছয় ব্যাঙ্ক কর্তা সহ ধৃত তিন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার প্রায় তিন কোটি টাকা অন্যত্র সরানোর অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন অনির্বাণ দাস, সুব্রত দত্ত ওরফে তুতুল ও সুব্রত সরকার। অনির্বাণ দাসের বাড়ি পূর্ব সিঁথিতে এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই দত্তপুকুর রামচন্দ্রপুর ও হাবভাব কাসারযুবা এলাকা থেকে যথাক্রমে সুব্রত দত্ত এবং সুব্রত সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ সহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনির্বাণ দাস একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাবড়া শাখার ডেপুটি ম্যানেজার। বাকিরা দুটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। তাঁরা দুজনেই অনির্বাণের ঘনিষ্ঠ। পুলিশের অভিযোগ ওই ব্যাঙ্কে পুরসভার বিভিন্ন খাতের গচ্ছিত টাকা অভিযুক্ত তিন জনের যোগসাজসে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। ওই টাকা সুব্রত দত্ত ও সুব্রত সরকার যে দুই সংস্থার আদালতে হাজির করা হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অশোক নগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান

অশোকনগর–কল্যাণগড়

ছিলেন তৃণমূলের সমীর দত্ত। তাঁর আমলে ওই ব্যাঙ্কে পুরসভার ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০ টাকা গচ্ছিত ছিল। পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার জামান, এটা ২০১২–১৩ এবং ২০১৩–১৪ সালের অর্থবর্ষের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মিড–ডে মিল সহ বেশ কিছু প্রকল্পের টাকা। প্রবোধ সরকার বলেন, 'আমি ক্ষমতায় আসার পর দেখি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ওই টাকা দুটো সংস্থার দুই কোটি টাকা, স্থানান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসা মাত্রই সন্দেহ হয়। কারণ ওই দুই সংস্থার সঙ্গে পুরসভার আর্থিক কোনও লেনদেন কখনও ছিল না।' ২০১৬ সালে ২৮ মে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার অশোকনগর থানায় অভিযোগ কারণ ওই তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দত্ত বলেন, 'ওই সময় আমার এবং পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের সই জাল করে এই বিশাল টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এর সঙ্গে পুরসভার কোনও কর্মী যুক্ত নন।' অভিযুক্তরা বর্তমান চেয়ারম্যানের কাছে সব স্বীকারও করেছেন বলে জানা যায়।

ছাত্র–বাসকর্মী সংঘর্ষে রনক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ ছাত্র ও বাসকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠে সিউড়ী। বাসকর্মীদের মারে জখম দুই ছাত্র সিউড়ী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিবাদে বন্ধ থাকে বাস চলাচল। ৮ মার্চ পরীক্ষা ছিল সিউড়ী রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠে। পরীক্ষা দিতে যাবার জন্য সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডে বাস ধরতে আসে ওই বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা। অভিযোগ, বাসের কর্মীরা তাদের বাসের ছাদে উঠতে বলে। কিন্তু তারা তার প্রতিবাদ করায় বাসকর্মীরা তাদের মারধর করে। এরপর বাসটি সিউড়ী এলসি মোড়ে সিউড়ী রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ কলেজের সামনে ৬০ নং জাতীয় সড়কে গেলে ছাত্ররা পথ অবরোধ করে অভিযুক্ত বাসটিতে ভাঙ্গচুর চালায়। তিন ঘন্টা পর ওঠে অবরোধ। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডে বাসকর্মীরা ওই বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের বাস থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

নেশার টাকা না পেয়ে মাকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : নেশার টাকা না দেওয়ায় মাকে নৃশংসভাবে খুন করল নাবালক ছেলে। নিহত সোমা হালদার (৩৭)। মাকে খুনের পর দেহ সরাবার সময় দেখতে পেয়ে মাদকাসক্ত রাহুল হালদারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় প্রতিবেশীরা। নেশার টাকা না দেওয়ায় ১৭ বছরের রাহুল মা সোমাকে খুন করেছে বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করে নেয়। দেহ লোপাটে সহযোগিতা করার জন্য রাহুলের এক বন্ধু সুমন

সানকিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাহুল ও সুমন দুজনেই একাদশ শ্রেণির ছাত্র। রাহুলের খুনের 'মোডাস অপারেন্ডি' দেখে হতবাক পুলিশও। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ধনবেড়িয়াতে। শুক্রবার ধৃতদের জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়। ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এরপর তিনের পাতায়

টাকির প্রধান সমস্যা অনুপ্রবেশ

পরেশ চন্দ্র দাস

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার টাকি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট সীমান্ত শহর। ব্রিটিশ আমল শেষে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটলেও এখনও টাকির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন অনেক বাকি। টাকির কথা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন, এটাকি গ্রাম? এই টাকির সুন্দর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য এটিকে একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ওপারে শ্যামলিমা ছায়া ছবির দেশ বাংলাদেশ। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বিশাল স্রোতের ভয়ংকর –সুন্দর ইছামতী নদী। কথিত আছে যে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ইছামতী উপন্যাসটি এই নদী তীরে বসে লিখেছিলেন। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন টাকি পুর এলাকার যাবতীয় উন্নয়ন হয়েছিল বাংলার রূপকার বিধান চন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী টাকির জমিদার হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর উদ্যোগে। টাকির সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা করেন টাকির রায় চৌধুরীরা। পরবর্তী কালে বাম আমলে উদ্যোগী হন তৎকালীন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব। বর্তমানে টাকির জমিদারদের মধ্যে এখন যিনি টাকি তথা বাঙালি তথা ভারতের গর্ব তিনি হলেন ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী। যিনি এখনও সময় পেলেই ছুটে আসেন টাকিতে। তিনি কোনও জনপ্রতিনিধি নন। আমজনতার কাছে তার কোনও দায়বদ্ধতাও নেই। তবু এই বয়সে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চেষ্টা করেন গ্রামের মানুষকে সাহায্য করতে। টাকি পুরসভার অন্তর্গত সোদপুর গ্রামের সঞ্জয় মন্ডল, বিকাশ দাস, বিশ্বনাথ ঘোষরা বলেন, তাদের কাছে শংকর রায়চৌধুরী সাক্ষাৎ জীবন্ত দেবতা।

টাকির বাসিন্দা বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক বিশিষ্ট চিত্রকর তপন কুমার দাস জানালেন, টাকির সোদপুর গ্রামের প্রধান সমস্যা হল ইছামতী নদীর ভয়াবহ ভাঙন ও অনুপ্রবেশ। ইছামতীর মারাত্মক ভাঙনের ফলে ভারতের সীমানা প্রতিদিন কমছে। আর বাংলাদেশের সীমানা এগিয়ে আসছে। টাকির জমিদার বাড়ির অধিকাংশ যেমন ইছামতীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে একই ভাবে হয়তো সোদপুর গ্রাম ইছামতীর গর্ভে খুব শীঘ্রই হারিয়ে যাবে।

ভাঙন সমস্যা অবশ্যই এখানকার বড় সমস্যা। কিন্তু একমাত্র সমস্যা নয়। এখানকার বেকার সমস্যার জন্য শিক্ষিত যুব সমাজের একটা অংশ জড়িয়ে পড়ছে চোরাচালানের মতো অসামাজিক কাজে। শুধু কি তাই? বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে এখান থেকেই ভারতে ঢুকে পড়ছে উগ্রপন্থীরা।

এরকম আরো বেশ কিছু সমস্যার বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি হাজির হয়েছিলাম জেনারেল রায়চৌধুরীর বাড়িতে। শংকরবাবু এই সমস্ত বিষয়ে সহমত পোষণ করে জানালেন, আমি যখন সেনাপ্রধান ছিলাম সেই সময় ইছামতীর ভাঙন সমস্যার বিষয়ে জাতীয় রিভার কমিশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তারা জানিয়েছিল, এই ইছামতী নদীর ভাঙনটা অন্য যে কোনও নদীর ভাঙন থেকে আলাদা। ওপরে যতই শক্ত বাঁধ দেওয়া হোক না কেন নিচের চোরা স্রোত বাঁধকে নষ্ট করে দিচ্ছে। যদিও এই বিষয়টা সম্পূর্ণ নদী বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। তবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার এটা মনে হয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শংকরবাবু জানান, এই ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে উগ্রপন্থীরা ঢুকছে ভারতে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে এই সীমান্ত অঞ্চল নিরাপদ নয়। এই কারণে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিন ইছামতী নদীর বুকে দুই বাংলার মিলন বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তবে এই প্রাচীন ঐতিহ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া অবশ্যই দুঃখজনক বলে অভিমত প্রকাশ করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও জানান, এই টাকি – হাসনাবাদ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোনও বিষয়ে সাহায্য প্রয়োজন হলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নেতাজি সুভাষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আশ্চর্যের বিষয় এত দিন হয়ে গেল অথচ সুভাষ বোস সম্পর্কে প্রকৃত সত্য ভারতবাসী আজও জানতে পারল না। এটা খুবই দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অকপট শংকর

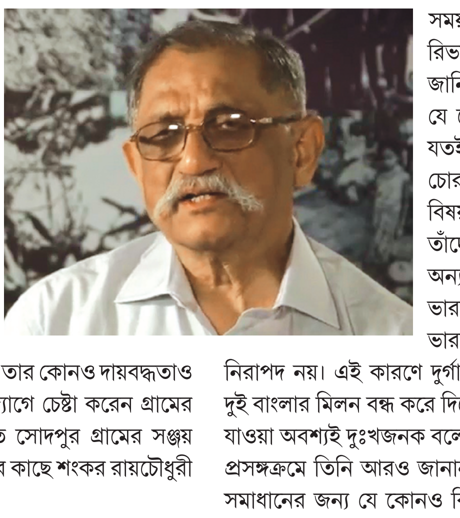

দু–দুবার শিলান্যাস সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ দূরস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগনার জেলার অধিকাংশ পুরসভার অধীনেই রয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদন হাসপাতাল। ব্যতিক্রম শুধু বারাসত পুরসভা। এই বদনাম ঘোচাতেই বামেদের বোর্ড থাকাকালীন বারাসত পুরসভার বর্তমান ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মাতৃসদন ও চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিল বামেরা। ২০০২ সালে এই জন্য শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। কয়েকটা পিলার তুলে ছাদ ঢালাই পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বামেদের হাত থেকে পুরবোর্ড হাতছাড়া হওয়ার পরে ওই নির্মাণ একই ভাবে পড়ে রয়েছে। দুবার শিলান্যাসও হয়েছে মাতৃসদনের। প্রথমবার শিলান্যাস হয়েছিল বাম আমলে, পরে বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ডও একবার শিলান্যাস করেছে। তাও প্রায় তিন বছর আগে। কিন্তু দুবারই কাজ শুরুর পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। পুরপ্রধান থেকে স্থানীয় কাউন্সিলর সকলের একই কথা কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু শিলান্যাসের তিন বছরের মধ্যে কয়েকটা ইট গাঁথা ছাড়া কিছুই হয়নি।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য বলেন 'প্রথম দিকে এই জমিটা বারাসত পুরসভার অধীনে ছিল না, স্থানীয় ককেয়জন সিপিএম নেতার দখলে ছিল। আইনি জটিলতা কাটিয়ে আমরাই বারাসত পুরসভার নামে এই জমি হস্তান্তর করি। কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি আগামী দু মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বারাসতবাসীকে উপহার দিতে পারব।' সিপিএম নেতা দেবব্রত বসু বলেন, 'জমি হস্তান্তরের পরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কাজ এগোয়নি। আমার মনে হয় তৃণমূল এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি করতে চাইছে না। ওরা অন্য কোনও জমির খোঁজ করছে। তা না হলে এতদিনে তো স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা।' তৃণমূল বারাসতে পুরবোর্ড গঠনের পরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে খিজহরি নগরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়তে উদ্যোগী হয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস করেন। ন্যাশনাল হেলথ আরবান মিশনের (এনএইচইউএম) টাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য ৭২ লক্ষ বরাদ্দও হয়েছে। প্রথমে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হলেও পরবর্তীকালে ২০ আসনের মাতৃসদনের পরিকল্পনা আছে বারাসাত পুরসভার। বারাসত পুরসভার পুর পারিষদ (স্বাস্থ্য) চম্পক দাস বলেন, 'এটি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে হওয়ায় দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য একটি ট্রমা কেয়ার সেন্টারও তৈরি করা হবে।' পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কাজ শুরু হয়েছে। বারাসত পুরসভার উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকজনের চিকিৎসার স্বার্থে পুরসভা পরিচালিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। বারাসত স্টেশনকে মাঝখানে রেখে উত্তর দিকে কয়েক লক্ষ মানুষের বসবাস, এই সব অঞ্চলের প্রান্তিক থেকে মধ্যবিত্ত। নিম্ন মধ্যবিত্তের চিকিৎসার জন্য যেতে হয় বারাসত জেলা হাসপাতালে। এই সব অঞ্চল থেকে সরকারি এই হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।

বারাসত পুরসভা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৫ মার্চ – ৩১ মার্চ, ২০১৭

আপ রুচিকা খানা

প্রবাদ রয়েছে 'আপ রুচিকা খানা, পর রুচিকা পরনা'। অর্থাৎ আপনার সাজপোশাকের ব্যাপারে বাইরের আর পাঁচজন যাই বলুক না কেন, খাদ্য খানার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজের ওপর। এখানে কেউ নজরদারি করতে পারে না, বা খবরদারি করা ঠিক নয়। এর মধ্যে আবার ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক পটভূমিকার ওপর বিভিন্ন দেশ তথা জাতির মধ্যে খাদ্য খানার অভ্যেস গড়ে ওঠে। এই যেমন ভারতবর্ষ। এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিন্দুদের মধ্যে গো মাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ হিন্দুরা মনে করেন গোরু হলেন মাতা ভগবতী। ছোটবেলা থেকে সন্তান সন্ততিরা যে গোদুগ্ধ পান করে পুষ্ট হন এবং আগামীর দিকে এগিয়ে যান। অন্য কোনও কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে গো মাংস নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তারা হয়তো এই মাংস খেয়ে থাকেন। কিন্তু সার্বিকভাবে ভারতবর্ষ গো পূজনের আদর্শে বিশ্বাসী। অন্য কাউকে আঘাত না দিয়েও এখানে গো মাতার পুজো করা হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নজর দিলে যে প্রান্তেই তারা থাকুন না কেন, গো মাংস ভক্ষণ তাদের কাছে অত্যন্ত পাপ কার্য। এহেন অবস্থায় আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এক বৈদ্যুতিন সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন হিন্দুরাও নাকি গো মাংস খেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইঙ্গিত মূলত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের দিকে। প্রথম কথা গোরুকে খাদ্য হিসেবে ভাবতে শিউরে ওঠেন যে কোনও জাতির হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেখানে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা গো মাংস খেয়ে থাকেন এটা যদি কেউ বলে থাকেন বা বিশ্বাস করেন তা গোটা হিন্দু সমাজের কাছে চরম অপমানজনক। এর মাধ্যমে এক অংশের হিন্দুদের এভাবে খাঁটো করা কোনও মানুষের পক্ষেই সমীচীন নয়। তাই সমষ্টিগতভাবে এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এর জন্য আরএসএস বা বিজেপির ছত্রছায়ায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সনাতন ধর্মের একজন প্রতিনিধি হিসাবে নিজের বিবেকের কাছেই আর্তনাদ ঝরে পড়ে এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে। আশা করি আগামী দিনে এই দিকে নজর দিয়ে নিজেদের আরও উদার করার পথে হাঁটবেন দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদরা। নচেৎ পাল্টা অপমানিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তাঁদেরও।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

তোমরা শুনিতেছ তাহাও কর্ম। আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছি ইহা কর্ম, বেড়াইতেছি কর্ম, কথা কহিতেছি কর্ম, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি, সবই কর্ম। কর্ম আমাদের উপর উহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে।

কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি।যদি আমরা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া শৈলখণ্ডের উপর তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনি শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তবু আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমরা শুনিতে পাই না। যখন উহারা একত্র হইয়া প্রবল হয়,তখন আমরা শুনিতে পাই। এইরূপে হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে।

কতকগুলি কার্য আমরা বুঝিতে পারি, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ধরা দেয়,তাহারা কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ-সে কিভাবে করিতেছে, এইভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড়বড় ঘটনা উপলক্ষে অতি সামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।

মানুষকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়,তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবলশক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সেনিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে ওই কেন্দ্রেই উহাদিগকে দ্রবীভূত করিয়া একাকার করিতেছে, তাহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গাকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ একটি কেন্দ্রই প্রকৃত মানুষ, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, আর তিনি তাঁহার নিজেরদিকে সমগ্রজগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই তাঁহার দিকে চলিয়াছে এবং তাঁহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে। তিনি ঐগুলির মধ্য হইতে চরিত্র নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়া উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ বাহিরে প্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে।

ফেসবুক বার্তা

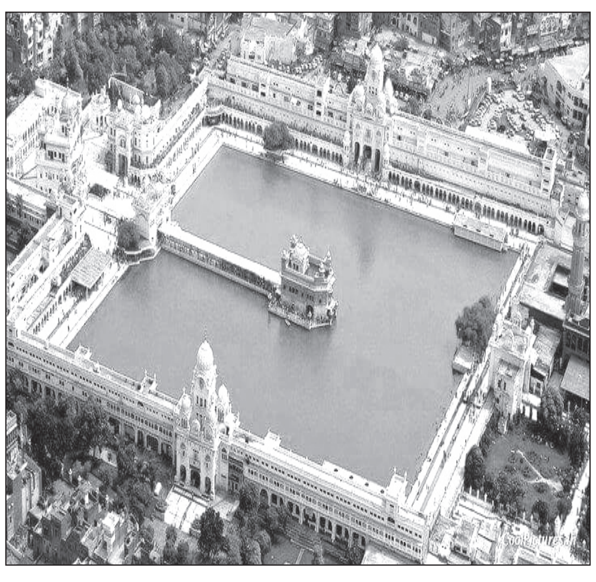

শূন্যের মধ্যে দিয়ে তোলা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির।

আমেরিকায় সুদ বৃদ্ধি এখনই নয়

মোদি ঝড়ে নিফটি সর্বোচ্চ জায়গায়, আরও বাড়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট

কালিদাস চক্রবর্তী

ভারতীয় শেয়ার বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি গত এক সপ্তাহ দাঁড়িয়েছিল পুরো ৯ হাজারের ওপর। এটা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ নিফটি এভাবে ওপরে থাকা শুধু অর্থ বাজারের জন্যই নয়, গোটা দেশের জন্য বেশ ইতিবাচক। এর পিছনে আপাতত উত্তরপ্রদেশ সহ ৪ রাজ্যে বিজেপির বিশাল জয়কে অনুঘটক হিসেবে দেখা হচ্ছে। হয়তো এটা অনেকাংশ ঠিক। কিন্তু এর সঙ্গে দেশকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেসময় মোদির বিদেশ সফর নিয়ে বিরোধীরা প্রচুর তোপ দেগেছিলেন। কিন্তু এতে আমেরিকা ও ইউরোপে যে ভারতের প্রভাব আরও বেড়েছে তার রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ভারতের বাজারে যারা কারেকশনের আশায় বসে আছেন তাদের বোকা বানিয়ে হতে পারে নিফটি আগামী ৩-৪ মাসে তার সর্বাধিক উচ্চতা ৯ হাজারের আরও অনেক ওপরে চলে গিয়ে নয়া দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে পারে। ব্যাপক হারে শর্ট কভারিং তার মূল উপাদান হয়ে উঠবে। বিদেশিরা যে হারে বেচেছিল নিচের রেঞ্জে সেই জায়গাটা তারা এবার কভার করছে। অর্থ বর্ষের শেষেও তাই এই প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য তার জন্য একেবারে আশা ছেড়ে বসে থাকাও ঠিক নয়। কারণ এমনিতেই উচু বাজারে কিনতে গিয়ে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই ধৈর্য্য ধরাটাই হয়তো শ্রেয়। তা বলে বাজার যেভাবে চলছে তার সঙ্গে কি তাল মেলাতে হবে না। এটা ঠিক যারা নিয়মিত ট্রেডিং করেন বা অভিজ্ঞ লোক তারা এই ধরণের বাজারে দুমদাম কিনতে যান না। বরং তারা অপেক্ষা করতে থাকেন। বলা যায় তারা থাকেন তক্কে তক্কে। স্টপ লস হল এই ক্ষেত্রে তাদের বড় হাতিয়ার। এই জায়গাটা একটু বরং ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন আপনি বা আপনারা মার্কেটে নিফটি কিনেছেন বা কোনও স্টক কিনেছেন। অবশ্যই তার একটা স্টপ লস দিয়ে রাখুন। যাতে লোকসান হলেও কমের মধ্যে দিয়ে যাবে। আর এই বাজারে যদি আপনার চাল খেটে যায় তা হলে তো কেল্লা ফতে। যারা বিনিয়োগে বিশ্বাসী তাদের প্রতি পরামর্শ এই বাজারে কিনতে যাবেন না। তা বাজার যতই বাড়তে থাকুক না কেন। কারণ সুযোগ একটা না একটা আসবেই। একটা উদাহরণ দিয়ে আমার পাড়ারই এক ভদ্রলোক, সেন সাহেব বলেই আমরা ওনাকে অভিহিত করি। তা তিনি একটি অটো বা গাড়ি সংস্থার শেয়ার কেনার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই হাঁকপাঁক করছেন। তাকে বলেছি। অপেক্ষা করুন ঠিক নিচে পাবেন। অথচ তিনি ওপরের লেবেলে ওই স্টক একটু একটু করে কিনতে শুরু করেছেন। হয়তো দাম পাচ্ছেন। বেরিয়ে যেতেও পারছেন। কিন্তু হঠাৎ করে বাজার যদি নিচে আসে তা হলে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অপেক্ষার পর যদি স্টকটা একটা ১০-২০ শতাংশ নিচে আসে তবে তা কিনলে অনেকটাই নিরাপদ। বারবার ওপরে বেচে নিচে কেনা যায়। তাও যারা নিয়মিত শেয়ার বাজারে আনাগোনা করেন তাদের থামিয়ে রাখা যায় না। এরা ওপরে গেলে স্টক বা শেয়ার কেনায় উৎসাহ পান। আবার নিফটি যখন ২০১৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৮০০-র নিম্নতলে এসেছিল

অর্থনীতি

তখন এদের ক্রেতার ভূমিকায় দেখা যায় নি। এখন ওপরের বাজারে কেনায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। মার্কেটের সেই পুরনো প্রবাদ মনে পড়ছে। বাই অন ডিপস, অ্যান্ড সেল অন রাইজ। বাজার যখন অনেক নিচে যাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই কতটা নিম্নে তার ঠিকানা হবে তার হদিশ কেউ পায়নি বা বলতেও পারেনি। তাও যারা বুদ্ধিমান তারা কি করছিলেন প্রতি পতনে তাদের পছন্দের স্টক একটু একটু করে কিনছিলেন। বাজার আট হাজার পাঁচশোর কাছাকাছি যে সংখ্যক কিনেছিলেন নিশ্চিতভাবে তার থেকে বেশি খরিদ করেছিলেন ৮ হাজারের ঘরে। তার নিচেও বাজার যখন যেতে থাকল তখন আরও কেনার পরিমাণ বাড়ল। আর সাত হাজারের কাছেপিঠে কেনার তো একেবারে ধূম উঠে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন বাজার এভাবে যখন পড়ছে তখন ৬৩০০ পর্যন্ত যেতে পারে। সুতরাং সেই অবস্থার জন্য তৈরি থেকে ধাপে ধাপে ক্রয় চলছিল। একে অনেকে এসআইপিও বলে থাকেন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে নিজেদের ভাঁড়ার মজুত করা। এই জন্যই ফান্ডামেন্টাল বা টেকনিক্যাল মেথডের সাহায্য নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বাজারে নিজেদের কেনাকে সুংসহত করা যায়। আবার একইভাবে বিপরীত দিকটাও উল্লেখযোগ্য। কেনার পর বেচতে ভুলে যান অনেকেই। একটা আবেগের বশীভূত হয়ে পড়েন অনেকে। বিশেষজ্ঞ না হয়ে ফাটকা করা যেমন গুরুতর অপরাধ ঠিক তেমনই লোভের শিকার হয়ে বেচতে ভুলে যাওয়াটাও ঠিক নয়। কেনা-বেচার জায়গায় এই ভারসাম্যটা নিয়ে আসেন বিশেষজ্ঞরা তাদের পরামর্শের মাধ্যমে। অবশ্যই টিভি চ্যানেলে বলে এনারা যা বলেন তা এদের পরিপূর্ণ বক্তব্য ধরে নেওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং এই এক্সপার্টরা চ্যানেল বা গণমাধ্যমের চেয়েও অনেক বেশি সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন নিজেদের ক্লায়েন্ট বা গ্রাহকদের। এর জন্য অবশ্যই এদের ফিজ দিতে হয়। যে কোনও পেশাদারী ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যেখানে অর্থ জড়িয়ে আছে সেখানে তো এই ধরণের পরিষেবা নিতেই হবে। কথায় আছে না মাগনায় কিছু হয় না। অর্থ পরিষেবার সেরা খবরগুলিকে ঝুলিতে ভরতেও তাই অর্থ প্রয়োজন। পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে এই খবরগুলি কাজ করে থাকে। এই যে এতসব ইনস্টিটিউট বা অর্থ লগ্নি দেশি-বিদেশি সংস্থা এরা নিজেদের পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে থাকেন। এদের ফান্ডামেন্টাল যেসব কল থাকে তাতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার তৎক্ষণাৎ বাড়তে নাও পারে। কিন্তু অচিরেই তা ফলপ্রসূ হয়। এজন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষমান থাকতে হয়। এজন্য অনেকসময় শেয়ার ট্রেডিংকে মাছ ধরার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। মাছ ধরার ক্ষেত্রে যেমন হাজারো মশার কামড় বা সংযমের বশীভূত হয়ে এগোতে হয় তেমন শেয়ার কেনার ক্ষেত্রেও এই পেশেন্স খুব জরুরি। একটু যদি অধৈর্য হয়ে পড়লেন তো দেখলেন হাতের শেয়ার উর্দ্ধগামী বা পগার পার। শেয়ারকে ঠিক সময় ঝুলিতে পুরতে বা সময়মতো বিক্রি করতে আর যেদিকটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল টেনিক্যাল অ্যানালাইসিস। ফান্ডামেন্টাল থেকে যেমন শেয়ারের মালিক, প্রোমোটার, হোল্ডিং, বিদেশি পরিমাণ, মিউচুয়াল ফান্ডের উপস্থিতি ইত্যাদি জানা যায় তেমন টেকনিক্যালস আবার হাতে গরম পরিস্থিতি তুলে ধরে। এই মুর্হূতে তা কেনার জায়গায় আছে কিনা সেই দিকটা ইঙ্গিত করে। এর ফলে কি হয় কেনার পর অনেক সময়ই ভালো দাম পাওয়া সম্ভব হয়। মৎস শিকারীর মতো তাই ফাঁতনার দিকে চোখ রেখে স্থির দৃষ্টি এবং অবিচল লক্ষ্যে বসে থাকতে হয়। রাঘব বোয়াল না হোক ভালো জাতের মাছ উঠতেই পারে আপনার শিকার হয়ে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের যখন এই সুবর্ণ সময় চলছে তখন একে ধরে রাখাটাও আরেক বড় চ্যালেঞ্জ বটে। কারণ আগে অনেক সময় দেখা গিয়েছে বাজার ওপরের জায়গায় বুড়ি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা তাই বিশেষ জরুরি। এর সঙ্গে নিজস্ব বুদ্ধি ও সংযমের রসদ মেশাতে পারলে আর পরোয়া নেই।

২৫ বছর পর মা ও ছেলের পুনর্মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিহারের বেগুসরাই এলাকার দিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তখদ তার বয়স মাত্র আট বছর বয়সে মা-বাবা পরিবার হারিয়ে অনাথ হয়ে গিয়েছিল। সে বিহার থেকে এসেছিল ব্যান্ডেলে। গ্রামের এক পন্ডিত তাকে নিয়ে বেগুসরাই থেকে ট্রেনে উঠে পড়ে। ট্রেনের মধ্যে ছোট খলিফা কান্না জুড়ে দেয়। মা-বাবার কাছে ফিরতে চেয়েছিল সে। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই পন্ডিত মাঝ পথেই ট্রেন থেকে বাচ্চা ছেলেটিকে ট্রেনে রেখে পালিয়ে যায়। এই ছোট আট বছরের খলিফা চলে আসে ব্যান্ডেলে। স্থানীয় লোকজনের হাত ধরে খলিফা গিয়ে পড়ে ব্যান্ডেল স্টেশনের জিআরপির হাতে। ১৯৯২ সালে তার ঠিকানা হয় বারাসাত কিশলয় হোম। আট বছর পেরিয়ে এখন তার বয়স ৩৩ বছর।

দীর্ঘ ২৫ বছর পর সাথী নামে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে রামবলি ফিরে পলেন তাঁর মাকে। ৩৩ বছরের ছেলের মুখটায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মা ইন্দ্রকলাদেবী একবারেই চিনতে পেরেছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছেলে খলিফাকে মা ছেলেকে চিনতে পারলেও রামবলি প্রথমে চিনতে পারেননি তাঁকে। শেষ মায়ের হাতে থাকা বড় ভাইয়ের ছবি দেখে খলিফা চিনতে পারেন তাঁর গর্ভধারিনীকে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন মাকে। ২২ মার্চ বুধবার খলিফার সঙ্গে কথা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগান জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অফিসে বসে। আর পাঁচটা অনাথ ছেলের মতোই বড় হতে থাকে রামবলি।

সে কিশলয় হোম থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন, ১৮ বছরের উর্দ্ধসীমার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রামবলি হোমের বাইরে চলে আসে। বারাসাত কিশলয় হোমের কাছাকাছি হাটখোলায় একটি বাড়ি ভাড়া করে বসবাস শুরু করেন। এর মধ্যে খলিফা চুক্তির ভিত্তিতে কিশলয় হোমে রান্নার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।

তিনি বাড়ি ভাড়া করার পর বিয়ে করেন হাটখোলার বাসিন্দা পূর্ণিমা বিশ্বাসকে। তাঁদের পরিবারের তিন ছেলেমেয়ে আছে। কিশলয় হোমে রান্নার কাজ করতে করতেই খলিফার সঙ্গে পরিচয় হয় সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের। এর মধ্যে ফোনে ওই সংগঠনের মাধ্যমে কথাও হয় তার মায়ের সঙ্গে। গত ১৯ মার্চ রবিবার বারাসাতে চলে আসেন রামবলির মা এবং তাঁর এক কাকা। রামবলি বলেন 'খুব ভালো লাগছে মাকে ফিরে পেয়ে। এতদিন পর অনাথ নামটা ঘুচল। আমি এখানেই থাকব। তবে মাঝে মধ্যে অবশ্যই দেশের বাড়ি বিহারের বেগুসরাই এলাকায় মা-বাবা এবং পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

পাঠকের কলমে

আসল কথায় চুপ কেন?

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা ও তাদের সাথে সুর মেলানো খোল করতাল বাজানো সাংবাদিক মহল কেঁদে কেঁদে বন্যায় ভাসিয়ে দেঔ। তাঁদের কন্নায় থাকে কত সুর, কত ভাষা, কত ছন্দ, কত সাহিত্যের মুর্ছনা! কিন্তু গুজরাট দাঙ্গার মূল খল নায়কের কথা কেউ বলে না। বরং সযত্নে চাপা ঢাকা দে। সবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে না মারলে কি গুজরাট দাঙ্গা হত? সীতা হরণ না হলে কি লঙ্কাকান্ড হতো?

পঞ্চ পান্ডবদের সামান্য পাঁচটা গ্রাম দিলে তো আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হত না। পাকিস্তান নামক ঘা না বানালে তো আর অনুপ্রবেশ, কাশ্মীর সমস্যার নিত্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হতে না। আসলে সমস্যার মূল কেন্দ্রে দেশ বরেণ্য নেতা ও সাংবাদিককূল ইচ্ছাকৃতভাবে যেতে চায় না। তারাই সমস্যা তৈরির মূল খলনায়ক! এদের বিচার করার মত বিচারক দেশে নেই। এটা দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ

আই বি আর টি আয়োজিত সেমিনারে ব্যাঙ্কিং শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মুম্বাইতে অবস্থিত অভিজ্ঞ সংস্থা আইবিআরটি উপযুক্ত পরামর্শ এবং ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং শিল্পে কিভাবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা সম্ভব তা নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিক এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে সার্কেল ক্লাব, নিউটাউনে বর্তমান সময়ের উপযোগী একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার কৃষণ গুপ্ত, অ্যাসোসিয়েটেড ডিরেক্টর ড: ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, প্রধান অতিথি ইআইএলএম-র ডিন ও অধ্যক্ষ ড: আর পি ব্যানার্জ্জী এবং অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার দেবাশিস চক্রবর্তী, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে কর্মরত পার্সনেল ডিপার্টমেন্টের চিফ ম্যানেজার, ডিরোজিও কলেজের অধ্যক্ষ ড: দিব্যেন্দু তলাপাত্র ,বিভিন্ন ফার্মাকিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। আইবিআরটির কর্ণধার কৃষণ গুপ্ত তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে জানালেন আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বর্তমান সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে বিভিন্ন পদে কর্মরত

প্রায় ১০ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ২৫ শতাংশ মানে প্রায় ২.৫০ লক্ষ কর্মচারী অবসর গ্রহণ করবে অথচ সরকারি ব্যাঙ্কগুলির বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামুলক পরিবেশে ব্যাঙ্কের নানা পরিষেবা চালু করার ফলে কাজের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে।

এর ফলে আগামীদিনে আরো অভিজ্ঞমানবসম্পদেরপ্রয়োজনহয়ে পড়বে। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন শূন্য পদ পুরণের জন্য ব্যাঙ্কিং শিল্পে নানা বিষয়ে পারদর্শী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী করতে না পারলে আগামীদিনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে।উপযুক্ত পরিকাঠামো, ব্যাঙ্ক শিল্পে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংস্থা সরকারি ব্যাঙ্কগুলির উচ্চ পদাধিকারীদের সাথে খোলামেলা আলোচনার জন্য এই সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সংস্থার অ্যাসোসিয়েটেড ডিরেক্টর ড: ইন্দ্রজিৎ সান্যাল অত্যন্ত সাবলীল ভাবে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সংস্থার চিন্তাভাবনা তাদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং কর্মজীবনে থাকাকালীন অনেক অধস্তন কর্মচারীদের চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে ও সকলের যৌথ উদ্ভাবনা শক্তির মধ্য দিয়ে নানা বিষয়ে কি ভাবে সফলতা অর্জন করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তা ব্যাখ্যা করেছেন এবং বর্তমান অবস্থায় সঠিক চিন্তাভাবনা করার জন্য সেমিনারে উপস্থিত আমন্ত্রিতদের কাছে আবেদন জানান।

ড: সান্যাল ব্যাঙ্কিং শিল্পে তাঁর নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞান এবং সম্যক ব্যবহারের পরিচয় এই সেমিনারে রেখেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান অতিথি, ই আই এল এম র ডিন ও অধ্যক্ষ ড: আর পি ব্যানার্জ্জী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার দেবাশীষ চক্রবর্তী, বর্তমানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে কর্মরত প্রতিনিধি, ফার্মাকিউটিকাল কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাদের কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং কি ভাবে ব্যাঙ্কশিল্পে এবং পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা যেতে পারে তার দিক নির্দেশ করেন। উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে রির্জাভ ব্যাঙ্কে ডেপুটি জেনারেল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করা তীর্থঙ্কর ঘোষ, বি এস এন এল এর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌমেন মুখ্যোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সেমিনারটিকে প্রানবন্ত করে তুলেছিল। রাজ্যের সুপরিচিত ডিরোজিও কলেজের অধ্যক্ষ ড: দিব্যেন্দু তলাপাত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান ভাষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের নিয়ে যে ধরণের বাস্তব সমস্যার সাথে রাজ্যের কলেজগুলির অধ্যক্ষদের মোকাবিলা করতে হয় তার উল্লেখ করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কিছু শ্রেণির কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলেও কলেজ সিলেবাসের সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়না এবং কি ভাবে তার প্রতিকার করা যায় তা সেমিনারের আলোচনার মধ্যে উপস্থাপনা করেন।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং মানসিকতার অভাবে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় এই রাজ্যের পড়ুয়ারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে এবং এই ধরণের সেমিনারের মাধ্যমে কলেজ পড়ুয়াদের চিন্তাভাবনার কিছুটা পরিবর্তন আনা সম্ভব। আলোচনার বিষয় মনগ্রাহী, সময়পযোগী ও অত্যন্ত উচ্চ মানের হলেও রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের এই ধরণের সেমিনারে যোগদানে আগ্রহ যে অনেক কম তা উপস্থিতির হার দেখে মনে হয়েছে। অনেক ব্যাঙ্কের উচ্চপদধাকারী ব্যত্তিরা এখনও আগামীদিনে পরস্থিতি সঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না। পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের সেমিনার খুব একটা দেখা যায়না। আই বি আর টি তাদের চিন্তাভাবনা, নানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান এই রাজ্যের কলেজ পড়ুয়াদের বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করবে। প্রত্যেকের বক্তব্য বিশোধভাবে তুলে ধরা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেমিনারের পরিচালক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এ জি এম পদে অবসরপ্রাপ্ত অসীম সিনহা সকলের কাছে উপভোগ্য করে তোলেন।

হুগলি জেলার প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে বর্ষাকালীন চীনাবাদাম চাষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষি অর্থনীতিতে দানাশস্যের পরেই তৈলবীজের স্থান। শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাট তেল থেকেই পাওয়া যায়। প্রতিদিন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মাথাপিছু প্রায় ৩৫ গ্রাম তেলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তৈলবীজ চাষের এলাকা হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা তুলনায় তৈলবীজের উৎপাদন অনেকটাই কম। এই তৈলবীজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল বাদাম। চীনাবাদামের আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল। একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা এশিয়া ও আফ্রিকাতে চীনাবাদাম আমদানি করে। সম্ভবত চীন থেকেই চীনাবাদাম ভারতে আসে। এইজন্য আমাদের দেশে এর নামকরণ হয়েছে চীনাবাদাম। বাদামে প্রোটিন থাকে প্রায় ২১.৪–৩৬.৪ শতাংশ ও তেল থাকে ৪০–৫০ শতাংশ। সম্প্রতি হুগলি জেলার আরামবাগ, তারকেশ্বর ও পুরশুঁড়া এই তিনটি অঞ্চলে প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে বর্ষাকালীন চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত হুগলি জেলাতে শীতকালে এই তৈলবীজের চাষ হত। কিন্তু তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্ষাকালেও এই চীনাবাদামের চাষের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হীরক ব্যানার্জী জানান, ট্যাগ–২৪ হল বর্ষাকালীন চীনাবাদামের প্রজাতি। বিঘা প্রতি এই প্রজাতির চীনবাদাম চাষ করতে বীজ লাগে প্রায় ২.৫–৩ কে.জি.। দোঁয়াশ বা বেলে – দোঁয়াশ মাটিতে প্রায় ১৮–২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই বর্ষাকালীন চীনাবাদাম চাষ ভালো হয়। জমিতে জলনিকাশী ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে থাকে। প্রায় ১০০–১১০ দিনের মাথায় এই গাছে ফলন আসে। বিঘা প্রতি এর ফলন প্রায় ৩০ কুইন্ট্যাল।

গুচ্ছ ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্প

জয়িতা কুন্ডু, উলুবেড়িয়া–১ : কথাতেই আছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। আর বাঙালির পাতে মিষ্টি জলের সুস্বাদু মাছ তুলে দিতে রাজ্যের মৎস দফতর গুচ্ছ ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অধীন এই গুচ্ছ ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামের রাস্তার ধারে যে সব ফলনশীল এবং অফলা পুকুর আছে তা চিহ্নিত করা হবে। পরে পুকুরের মালিকদের সাথে আলোচনা করে সমস্ত পুকুরগুলিকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হবে। এবার পুকুরগুলি পরিষ্কার করে তা মাছ চাষের উপযোগী করে তুলতে পুকুর মালিককে উৎসাহ দেবে মৎস্য দফতর। দফতরের পক্ষ থেকে মাছ চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে

চুন, মাছের চারা ও মাছের খাবার। যার অর্থমূল্য একটি পুকুরের মাছ চাষের খরচের ২৫ শতাংশ।

এই প্রকল্পেই উলুবেড়িয়া ১ ব্লক মৎস্য দফতর ১০ মার্চ আপনা ও বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০৭ জন মাছ চাষির হাতে মাছের চারা ও চুন তুলে দিল।

উলুবেড়িয়া–১ ব্লক ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষ থেকে এই কাজ শুরু করেছে। যার মাধ্যমে ধুলাসিমবাদ পঞ্চায়েতে ১১৫ জন মাছ চাষিকে এই প্রকল্পের আওতায় আগেই আনা হয়েছে। ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষে ধুলাসিমলা সহ বহিরা, তপনা ও হাটগাছা–১ এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৭৮৯ জন মাছ চাষিকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যার প্রথম পর্যায়ে হাটগাছা–১ পঞ্চায়েতের ২৪৬ জন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধুলাসিমলা পঞ্চায়েতের ৩৩৬ জন এবং তৃতীয় পর্যায়ে তপনা ও হাটগাছা ১ পঞ্চয়েতের ২০৭ জনকে এই সহায়তা দেওয়া হল। কেন এই গুচ্ছ ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্প? এক আধিকারিক জানালেন, মাছ চাষিদের মাছ চাষে উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়ার ফলে মাছের ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামগুলি আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় আসা পুকুরগুলি দূষণের হাত থেকেও রক্ষা পাবে। উলুবেড়িয়া ১ ব্লক মৎস্য দফতর সূত্রের খবর চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে তারা।

ডোঙারিয়া সহরাহাট রোডে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার পোস্টের কাছে বড় গর্ত

দুর্ঘটনার আশঙ্কায় নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডোঙারিয়ার দ্বিতীয় আর্সেনিক মুক্ত জলপ্রকল্পের উল্টোদিকে পেট্রল পাম্পের সামনে ১১ হাজার বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার পোস্টের লাগোয়া গুরুত্বপূর্ণ বিড়লাপুর সহরা হাট রোডে বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে পিএইচই বিদ্যুৎ দফতর বড় গর্তটির সংস্কার না করায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় আছেন নিত্যযাত্রীরা। এই ব্যস্ত রুটে বাস অটো ট্রেকার ম্যাজিক চলাচল করে। যদি কোনও গাড়ি ভুল করে ফাটলের কাছাকাছি এসে যায় তার ওপর হুড়মুড়িয়ে বৈদ্যুতিক পোস্ট

পড়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

দুদিন আগে স্থানীয় বিদ্যুৎ দফতরের কয়েকজন কর্মী এই ফাটলে সামান্য মাটি ফেলে বেড়া দিয়ে কোনও রকমে দায় সেরেছে। তবে সামগ্রিক ভাবে সংস্কার করা হয়নি। বিদ্যুৎ দফতরে কর্মীদের অভিযোগ বৈদ্যুতিক পোস্টের নীচে যে ফাটল বা বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, তার জন্য জনস্বাস্থ্য দফতর দায়ী। কারণ রাস্তা খুঁড়ে পাইপ নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। পিএইচই দফতরের উচিৎ দ্রুত গর্ত মেরামতে করে দেওয়া। ডোঙারিয়া আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিলাদ্রী ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেন, শুনেছি এখানে মেরামত করা হয়েছে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যে মেরামতি চেখে পড়েছে তা দায়সারা ছাড়া কিছু নয়, যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এর উত্তরে নিলাদ্রীবাবু বলেন, দেখুন সংস্কারের দায়িত্ব বিদ্যুৎ দফতরের। ওটা ওদেরই দেখা উচিত।

প্রতিবেদকের উত্তর ছিল, যে দফতরেরই দায়িত্ব থাক মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত সঠিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত হোক।

বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপনকুমার রায় বলেন, আমি এই ব্যাপারে পিএইচই ও বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেব।

মাটি ভর্তি গাড়ি আটক

হাবড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানার অন্তর্গত এলাকায় শানপুকুর ভরাটের অভিযোগে পুলিশ অভিযান করে। বেআইনিভাবে মাটি কাটা ও পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযান করে হাবড়া থানার পুলিশ। ছ'টি মাটি ভর্তি গাড়ি সহ মাটি কাটার একটি জেসিপি মেশিন ও আটক করেছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগ চারজন গানি চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জেল হেফাজতে নিয়েছে। একই দিনে হাবড়ায় বুদুরহাট থেকে দুটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর ও মাটি কাটার জেপিসি মেশিন আটক করা হয়। দুই গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুকুর ভরাট চলাকালীন শানপুকুর এলাকা থেকে তিনটি ট্রাক্টর ও একটি ম্যাক্স গাড়ি আটক করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে আরও দুজনকে। ধৃত চারজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে মূল পান্ডা ও তার শাগরেদদের খোঁজ করছে পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই হাবড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। একই সঙ্গে অভিযোগ আসছিল পুকুর ভরাটের। পুলিশের নজর এড়িয়ে হাবড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে মাটি কাটার বাজারে বিক্রি করার চক্র বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মাটি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত ক্রমেই পুলিশ প্রশাসনের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। এর আগেও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাটি কাটতে নিষেধ করা হয়েছিল।

বৃদ্ধের ভুল ইউএসজি রিপোর্ট

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার কর্তৃপক্ষের কোনও গাফিলতি আছে কিনা, কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল কিনা তার তদন্ত করছে বারাসাত থানার পুলিশ। বৃদ্ধর ইউএসজি রিপোর্টে জরায়ু, ডিম্বাশয় মেলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে চড়ে বসল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে এক রোগীকে ভুল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা হাসপাতালের গাফিলতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছেন। জেলর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পরই তদন্ত শুরু করেছি। একজন আধিকারিককে পাঠিয়ে সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছি। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। হাবড়া থানার রাজবল্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র সেন তিনি ভুক্তভোগী রোগী। তিনি পেটের সমস্যার জন্য গত ১০ মার্চ বারাসাত ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে ইউএসজি পরীক্ষা করেছিলেন। বৃদ্ধের ইউএসজি রিপোর্টে জরায়ু, ডিম্বাশয় মিলল। যদিও সেন্টারের কর্তৃপক্ষের দাবি অন্য এক মহিলা রোগীর রিপোর্ট বদল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রোগীর পরিবারের লোকজন চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য যে চিকিৎসক ওই রিপোর্টে সই করেচেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কারণ এই ধরনের ঘটনার খবর পেয়ে গেলে আগামীদিনে আরও বড় বিপদে সাধারণ মানুষ পড়বে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে শুধু সতর্ক করলে চাবে না। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে যেভাবে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। নারায়ণবাবুর অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, যেহেতু এই ঘটনায় কারও কোনও ক্ষতি হয়নি তাই অভিযোগটি এই মুহূর্তে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমাদের এই বিষয়ে করণীয় কিছু নেই। চাইলে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রয়োজনে তারা রিপোর্ট চেয়ে পাঠাতে পারে অভিযুক্ত সংস্থার কাছ থেকে। বারাসাত ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের এক কর্তা জানান, ছাপার ভুলেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

গৃহবধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এক গৃহবধূর দেহ আটকে রেখে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে কয়েকশো গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। প্রায় ৭ ঘন্টা দেহ আটকে রাখে গ্রামবাসীরা। মৃত গৃহবধূর নাম **শম্পা** মন্ডল (২৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার ঘোষপাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাতলা ১নম্বর বাজার গ্রামের বাসিন্দা **শম্পা** মন্ডল। তার স্বামী নিতাই মন্ডল দিন মজুরের কাজ করে। তাদের ২ ছেলে নিয়ে কোনও মতে সংসার চলে। গৃহবধূ **শম্পা** মন্ডলের বাপের বাড়ি বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামে। বেশ কয়েক বছর হল তাদের বিয়ে হয়। গত ২২ মার্চ রাতে গৃহবধূ **শম্পা** মন্ডল বিদ্যাধরী গ্রামে তার বাবা–মার কাছে ছিল। ঘোষপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব সেন এবং আর ৪ জন গৃহবধূ **শম্পা** মন্ডলকে রাতে তুলে নিয়ে আসে বিপ্লবের বাড়িতে। যেখানে গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয়েছে এমনি মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যদের এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এসডিপিও বিশাল পুলিশ বাহিনী। ক্যানিং থানার ওসি আশিস দাস বিক্ষোভকারীদের সমস্ত অভিযোগ শুনে আলোচনার মাধ্যমে বিক্ষোভ তুলে দিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে তা সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এলাকায় চলছে পুলিশি টহলদারি। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের হয়নি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

গাছকাটার প্রতিবাদ সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সোনারপুরের ঢালাই ব্রিজ থেকে কামালগাজি পর্যন্ত রাস্তার দুধারে যথেচ্ছভাবে কাটা হল শিশু, ক্ষিরিশসহ বিভিন্ন ধরনের ১২০টি গাছ। অবাধে এমন গাছকাটার প্রতিবাদে, সোচ্চার হন স্থানীয় মানুষ। প্রতিবাদে সামিল হল স্থানীয় কাউন্সিলর নমিতা দাসও। সকলে মিলে গিয়ে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় জয়দেব হালদার নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কার নির্দেশে এবং কি কারণে এতগুলো গাছ কেটে নেওয়া হল তার সন্ধানে জয়দেবকে জেরা শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানান, বারুইপুরের বেতবেড়িয়া অঞ্চলের বাসিন্দা জওহরলাল হালদারের ছেলে জয়দেব হালদারকে হাতেনাতে ধরা হয় গভীর রাতে গাছের উপরে উঠে কাটার সময়। আদালতে তুললে তাকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। স্থানীয় কাউন্সিলর নমিতাদেবী জানান, জয়দেব প্রথমে সকলকে বলে পুরসভার নির্দেশেই গাছ কাটা চলছে। স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা আমার কাছে আসলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি পুরসভা এমন কোনও নির্দেশ দেয়নি। পরে সকলে মিলে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করি। এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে বলে সকলের ধারণা।

মাকে খুন

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুল ও সুমন পাড়াতুতো বন্ধু। রাহুল পড়ে ডায়মন্ডহারবার হাই স্কুলে আর সুমন পড়ে ধনবেড়িয়া হাই স্কুলে। সুমন রায়দিঘির চাপলার বাসিন্দা। ধনবেড়িয়াতে মামারবাড়িতে থাকত সে। দুজনেই মাদকাসক্ত। এলাকার মানুষও তা জানেন। এমন কি নেশার টাকা না পেয়ে বেশ কয়েকবার পাড়ায় চুরি করতে গিয়ে ধরাও পড়েছে এই জুটি। তার জন্য মারধরও খেয়েছে প্রতিবেশীদের হাতে। কিন্তু রাহুল, সুমনের নেশায় কোনও ছেদ পড়েনি। উল্টে নেশার মাত্রা দিন দিন বাড়ছিল। এর মধ্যে নেশা করার জন্য রাহুল এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে থাকে। সেই ধারের অঙ্ক বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২১০০ টাকায়। রাহুল মায়ের কাছে টাকার জন্য জোর জবরদস্তি করতে থাকে। কিন্তু ছেলের নেশার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পরিবারও অশান্তিতে ভুগছিল। বারে বারে রাহুল টাকা চাইলেও মা সোমাদেবী দিতে রাজি হননি। মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাহুল মায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি খুনের হুমকি দিতে থাকে বলেই প্রতিবেশীদের অভিযোগ। কিন্তু মা কোনওমতে টাকা দেন নি। রাহুলের বাবা গৌতম হালদার কলকাতার একটি গাড়ির শোরুমে কাজ করেন। রাহুল একমাত্র ছেলে। খুব ছোট বয়স থেকে রাহুল মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পরিবার অনেক শাসন করেও কিছু করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পেশাদার খুনিদের মতো মাকে ঘুমের ওষুধ বেশি করে খাইয়ে দেয় রাহুল। তারপরেই অচৈতন্য সোমাদেবীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে সে। এদিন দেহটি বস্তাবন্দী করে বাড়ির পেছনের একটি মাঠে ফেলতে যাওয়ার পথেই প্রতিবেশীদের হাতে ধরা পড়ে যায় রাহুল। প্রথমে রাহুল খুনের কথা স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু পরে রাহুলকে নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সে। বাড়ির মধ্যে একাধিক প্রমাণ মেলে। ঘরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে রক্তের দাগও।

গঙ্গায় ঝাঁপ

বাপীলাল দে : গত মঙ্গলবার পরিবারের অশান্তির জেরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বালি ব্রিজে। সেই সময় গঙ্গায় কয়েকজন মাঝি নৌকোতে মাছ ধরছিলেন। তারা অচৈতন্য গৃহবধূকে উদ্ধার করে গঙ্গার পাড়ে নিয়ে আসেন। বালি থানার পুলিশ গৃহবধূকে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ডাক্তারবাবুরা অবশ্য তাকে ছেড়ে দেন বলে জানা যায়।

কাজের খবর

রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণে ৩৬৫

৩৬৫ জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। নিয়োগ করা হবে ইলেক্ট্রিক্যাল এবং সিভিল শাখায়। ১ বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : MPP/2017/03.

শূন্যপদের বিবরণ : সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার : ইলেক্ট্রিক্যাল : ৩২৩টি (সাধারণ ১৬৪, তফসিলি জাতি ৭৪, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি–এ ৩৩, ওবিসি–বি ২৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০)। সিভিল : ৪২টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি–এ ৫, ওবিসি–বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)। এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি সেল (ডিরেক্টোরেট অব এমপ্লয়মেন্ট)–এর কাছ থেকে নাম চাওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বাংলা বা নেপালি ভাষায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৬,৩০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১০ নম্বর) রিজনিং (১৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর, ইংলিশ (১০ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (৫০ নম্বর)। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট ২০ নম্বরের। সময়সীমা ৩০ মিনিট। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল।

ফি বাবদ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানোর মাধ্যমে দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)।

চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের কপিতে ট্রানজ্যাকশন আইডি এবং এসওএলআইডি আছে কিনা দেখে নেবেন। চালানের তথ্যগুলি অনলাইন আবেদনের সময় প্রয়োজন হবে। চালানের অ্যাপ্লিক্যান্ট'স কপিটি নিজের কাছে রেখে দেবেন।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জিআইএফ ফর্ম্যাটে ১৬৫×১২৫ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), সই (জেপিজি বা জিআইএফ ফর্মাটে ৮০×১২৫ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, ব্যাঙ্ক চালান (ডব্লু বিএসইডিসিএল'স কপি), কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। অনলাইনের আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার দুদিন পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে–পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। নথিপত্র –সহ দরখাস্ত সাধারণ ডাকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে পৌছতে হবে এই ঠিকানায় : Post Bag No. 01, Sech Bhawan Post Office, Kolkata–700 091.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বর : ৭৩৩৮৮ ৯১৪৫৪।

বৃহন্নলারা দেশের জাতীয় সম্পদ হতে পারে

নতুন ভাবনা

দুর্গাদাস সরকার

বৃহন্নলা চলিত কথায় হিজরে সম্প্রদায়কে সবাই বিরক্তির চোখে দেখে। দম্পতির নবজাতককে কেন্দ্র করে স্রেফ নাচ গান করে জীবিকা নির্বাহ করা বহুকাল ধরে প্রথা হিসাবে চলে আসছে। পরিবার পরিকল্পনার ছোঁয়ায় সন্তানের জন্মে কি অনেকটা ভাঁটা পড়েছে। এ কারণে হিজড়েদের উপার্জনের পথ অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। বাঁচবার তাগিদে এদের প্রধান জীবকা হয়ে উঠেছে তোলা তুলবার অরুচিকর লম্ফ ঝম্প। অনবরত হাততালি দিয়ে বাজার, দোকান থেকে ইচ্ছেমত মালপত্র তুলে নেওয়া, রাস্তায় আটকে পড়া গাড়িতে হাত বাড়িয়ে টাকা চাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। রবীন্দ্র সরবরে বেড়াতে আসা ভ্রমণার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলায় বিরক্ত ভ্রমণার্থীদের শান্তিতে চলাফেরার ছন্দপতন ঘটছে। চলতি ট্রেনে হকারদের সাথে তাল মিলিয়ে টাকা চাওয়ার ঘটনায় ভ্রমণার্থীরা বিপন্ন বোধ করে বিশেষতঃ দীঘার ট্রেনে এদের নিত্য দেখা যায়। কোনও বাধা না পেয়ে এদের দৌরাত্ম্য ক্রমবর্ধমান। এভাবে চলতে থাকলে কোনও এক সময়ে একটা অশান্তি

নেমে আসবে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সমাধানের একটা পথ বাতলে দেওয়ার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের মাধ্যমে সরকারের গোচরে আনতে চাই।

প্রাকৃতিক ভাবে হিজরারা নারী পুরুষের মাঝামাঝি দেহ নিয়ে জন্মালেও তারা তো মানুষ। এই মানুষের সংখ্যাটা গোটা ভারতবর্ষে খুব কম নয়। জাতীয় সম্পদ হিসাবে এদেরকে খুব সহজেই তৈরি করা যায়। হাসপাতালে এরা জন্মালে এদেরকে অচ্ছুত করে হিজরে সমাজে দান না করে সেনা বিভাগে এদের দিয়ে দিতে পারে। শিশু বয়স থেকে এদের সেনা হওয়ার মতো প্রশিক্ষণ দিলে পরিণত হবে। বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত হিজরাদের পিছু টান থাকে না। শিশু বয়স থেকে যদি এদের শেখানো হয় ভারতভূমিই তোমার আরাধ্য দেবতা। ভারতবাসী তোমার আত্মার আত্মীয়। এদের সেবার জন্য তুমি বলি প্রদত্ত। তবে দেখা যাবে এদের দিয়ে এক বলশালী সৈন্যদল গঠন সম্ভব জন্ম সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত দেখভাল সরকারকে পরিপূর্ণ ভাবে দিতে হবে।

যেহেতু এদের পরিবার পরিজন কেউ থাকে না। তাই তাদের জন্য মাহিনার টাকাও গুনতে হবে না। ওদের আজীবনের ব্যয়ভার সরকারের। এদের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের টাকা গুনতে হবে না। যুদ্ধে মৃত্যু ঘটলে পারিবারিক ক্ষতি পূরণের যে বিশাল টাকা সরকারকে গুনতে হয় সে টাকাটা পুরোপুরিই বাঁচবে। বিনিময়ে হিজরারা আমৃত্যু সৈন্য হয়েই বাঁচবে। সেনার পবিত্র ধ্বজা উড়িয়ে এরা চিরকাল দেশ তথা জনসেবা করে যেতে পারবে। চোখে মুখে সারা শরীরের প্রতিটি কোষে ধ্বনিত হয়ে চলবে দেশসেবার স্বপ্ন। হিজরারা হবে জাতীয় সম্পদ। বিরক্তিকর হিজরারা পাবে দেশবাসীর আকুন্ঠ সোহাগ। বিরক্তিকর নাচা গানাও বন্ধ হবে।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

পিয়ালী নদীর উপর বাঁশের মাচা দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ মধ্যযুগের দাপুটে ভয়াল ভয়ঙ্কর পিয়ালী নদী একদা তুফান বেগে আছড়ে পড়তো। কুলতলির কেল্লাতে নদীবাঁধ দিয়ে ৩২টি স্লুইস গেট হওয়ায় পিয়ালী হারিয়েছে তার দাপট। মহিষমারি নয়াপাড়া সংলগ্ন সেই পিয়ালী নদীর উপর বাঁশের তৈরি মাচা দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় সাধারণ মানুষজন সহ স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের। মেরীগঞ্জ হাইমাদ্রাসা, কচিয়ামারা হেমচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে এই রকম ঝুঁকি নিয়ে। বর্ষাকালে বিপদের আশঙ্কা চরমে পৌঁছোয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় তিন চার কিমি দূরে বালুরচরে পিয়ালী নদীর উপর একটি ব্রিজ হচ্ছে, কিন্তু কেউ কি তিন চার কিমি পথ অতিরিক্ত হাঁটবে? মাসুম হাসান, সেখ হেদায়তুল্লা, আমান লস্কররা জানালেন মহিষমারিতে ব্রিজটি হলে দক্ষিণ বারাসাত, ধোষা, বারুইপুর, ক্যানিং যেতে অনেক সুবিধা হবে। কুলতলির সিপিএম বিধায়ক রামশঙ্কর হালদার জানান, মহিষমারি নয়াপাড়ার বাসিন্দাদের এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এই এলাকায় একটি ব্রিজ হওয়া জরুরি।

পুলিশ–আবগারী দপ্তরের কর্মীদের মাইনে থেকেই দেওয়া হোক বিষ মদের ক্ষতিপূরণ : দাবি মানুষের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার ও বিশ্বজিত পাল: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর ও ক্যানিং থানার সংযোগস্থলে ঘোলাবাজার ও শিবনগর এলাকায় বিষ মদে ১২ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় ১০টি অবৈধ মদের ঠেকে। বিষমদ পানে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা এবং অসুস্থ সংখ্যা। তবে সরকারি সূত্রে খবর ৬ জনের ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এদের কারও শরীরে অ্যালকোহল পাওয়া যায়নি বলে জানায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। সরকারি সূত্রে ৪ জনের মত্যু হয়েছে আর এদের ৩ জনকে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত তিনজনের নাম সাগর মন্ডল, মনোরঞ্জন গায়েন, বিমল নস্কর। তবে এখনও পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছে ৮ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল এবং কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। ভাটিখানার মালিক মনোরঞ্জন ওরফে ক্যাবলাও মারা যায় এই ঘটনায়। অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। খবর পেয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অর্ক ব্যানার্জ্জী বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালান। হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। স্থানীয় মানুষজন বলেন ৩৩ একর জমিতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল অবস্থিত। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই হাসপাতালের উন্নয়ন হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত চোখ, দাঁত, নাক, কান, গলা বিভাগ এবং প্যাথলজি বিভাগের আরও পরিকাঠামের উন্নয়ন দরকার। যার ফলে বহু রোগীকে কলকাতায় ছুটতে হয়। এই হাসপাতালের যে জমি আছে, তাতে গড়ে উঠতে পারে ক্যানিং হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিকেল কলেজ। এ বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছে বিভাগীয় দফতরে। মদ্যপানের রোগীর সঠিক চিকিৎসার পরিকাঠামো দরকার এই হাসপাতালে।

সুত্রের খবর, মনোরঞ্জনের ভাটিখানায় চোলাই আসতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সব চেয়ে বড় ভাটিখানা পৈলান থেকে। শুধু তাই নয় আবগারী দপ্তরের তালিকায় বড় ও মাঝারি ভাটিখানা হিসাবে নাম রয়েছে সোনারপুরের খেয়াদা, রানা ভুতিয়া, হরপুর, দাস পাড়া ও বয়নালার। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, ময়না তদন্তের জন্য তিন জনের দেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার জানান, মেডিক্যাল টিম কাজ করতে নেমে পড়েছে। দুটি ক্যাম্প করা হয়েছে।

এলাকার মানুষ বলেন, মনে পড়ে যাচ্ছে ২০১১ সালের ঘটনা। সেদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংগ্রামপুর, মগরাহাট ও বিষ্ণুপরের ১৮৫ জন বিষ মদ খেয়ে মারা গিয়েছিল। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মানুষ দেখেছিল মৃত্যু মিছিল। বিরোধী দল গর্জে উঠেছিল। সরকার ঘোষণা করেছিল ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ। এর বেশি কিছুই হয়নি। পালিয়ে গিয়েছিল চোলাই ব্যবসার কিং খোড়া বাদশা। আজও সে অধরা। এবারের ঘটনা প্রমাণ করল এর পরেও কোনও শিক্ষা নেয় নি রাজ্য সরকার। থানা ও আবগারী দপ্তর বে–আইনি চোলাইয়ের ভাটি ধরা তো দূরের কথা এখন চায়ের দোকানে বা মুদির দোকানেও চোলাই বিক্রি হয়। আবগারী দপ্তর আগেই জানিয়েছে চোলাইয়ে বেশিমাত্রায় নেশা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক মেশানো হয়।

কিন্তু এসব জেনেও তারা নির্বিকার। মানুষের দাবি আবগারী দপ্তর ও পুলিশের বড়কর্তা থেকে ছোট কর্মীদের মোটা মাইনে দিয়ে পোষা হলেও তারাই হল বিষ মদের মদত দাতা। এদের মাইনে থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। গত বুধবার দুপুরে চিকিৎসকরা বিষ মদ পানে অসুস্থ মোজজাম লস্কর–কে চোখের সমস্যা নিয়ে স্থানান্তরিত করে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে।

গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোগীর চিকিৎসা না করে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ডাক্তার। মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে ৯ মার্চ দুপুরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল চত্বর।

স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ থানার ঝাউতারা গ্রাম থেকে বোনের বিয়েতে আসেন নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামের পামি বিবি। গ্যাস অম্বলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ভর্তি করা হয় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে। অনেক পরে আসেন চিকিৎসক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। রোগী দেখার বদলে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। দুপুর একটা নাগাদ মারা যায় পামি বিবি। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার পরিবার। যথেচ্ছ ভাঙচুর চলে হাসপাতালে। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মেঘলাল ও আলো শেখ নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে প্রণয় পুরকাইত নামে এক ব্যক্তিকে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার হল পুলিশের হাতে। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ বেশ কিছু দিন ধরে সংসারে অশান্তি চলছিল। মৃতার নাম পূজা পুরকাইত। পূজার বাবা তাপস নস্কর বারুইপুর থানায় গিয়ে জামাই ও ননদের নামে পুড়িয়ে খুন করার অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ গ্রেপ্তার করে প্রণয়কে।

২ এপ্রিল দ্বিতীয় ব্রিগেড হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার ঃ সওকাত ও অনিরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ডহারবারে ২রা এপ্রিল এস ডিও মাঠে দুপুর ২টো নাগাদ সাংসদ ও সর্বভারতীয় ও রাজ্যের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জ্জীর এক বিশাল জনসভা হতে চলেছে। এই জনসভা সফল করার জন্য প্রায় পয়তাল্লিশ দিন আগে থেকে অভিষেকের দুই সৈনিক সংগ্রামের সঙ্গে নিরলস পরিশ্রম করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সিংহভাগ জায়গায় সভা করে প্রস্তুতি নিয়েছেন। এদের মধ্যে একজন সওকাত মোল্লা– বিধায়ক (ক্যানিং পূর্ব) ও সভাপতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তৃণমূল যুব কংগ্রেস। অন্য একজন অনিরুদ্ধ হালদার –দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভাপতি। তৃণমূলের যুবা ও যুব যখন এক হয়ে গেলো তখন থেকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য মাঠে নেমে পড়েছিলেন এই অনিরুদ্ধ হালদার, যাকে এক কথায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা চেনে পার্থ হালদার নামে। অভিষেক ব্যানার্জ্জী এখনও ঠিক মতো সুস্থ হয় নি। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁকে রাজনৈতিক ময়দানে বাধ্য হয়ে নামতে হচ্ছে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য। বিশেষ করে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবারের জনসভার জন্য তাঁর দুই সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে অভিষেকের প্রত্যাবর্তন হল। অনিরুদ্ধবাবু বলেন– যুব তৃণমূলের কর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে দেয়াল লিখন, পোস্টার, ফ্লেক্স,ব্যানার ও পথসভার মাধ্যমে সারা জেলায় ব্যাপক ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেস বা তৃণমূলের অন্য শাখা সংগঠন এত সভা করেনি। দেখা যাচ্ছে সওকাত মোল্লা এবং অনিরুদ্ধরা যে সভাগুলোতে যাচ্ছেন সেখানেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে একটা উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। সোনারপুরে জয়হিন্দ ভবনে সম্প্রতি কর্মী সম্মেলনে ভিড় করেছিলো প্রায় ৫হাজার কর্মী। এখানে হুশিয়ার করেছিলেন সওকত– , ২রা এপ্রিল ডায়ন্ডহারবারে কাউকে যেন বাড়িতে বসে না থাকতে দেখি। সবাইকে যেতে হবে অভিষেক এর বিশাল জনসভায়। আর একটি কথা ছিলো দলের মধ্যে কোন রকম কোন্দল যেন না হয়। নাহলে দল থেকে বার করে দেবো। অনিরুদ্ধ বাবু মনে করেন যে অভিষেক ব্যানার্জ্জীর নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে কোনও বিরোধী শক্তি একটি আসনও স্পর্শ করতে পারবে না। অভিষেকের দৃঢ় বিশ্বাস সেটা নিশ্চিত করবে দুই সৈনিক–– সওকাত ও অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বলেন –ইতিমধ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেস ব্লক ও আঞ্চলিক কমিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এর সঙ্গে বুথ সংগঠনের কাজ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন যে ভাবে তৃণমূল যুবদের ভিড় বাড়ছে মনে করা হচ্ছে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে বর্ডার লাইনের ভিতরে আসতে পারবে না। শওকত ও অনিরুদ্ধ ডায়মন্ডহারবারে জনসভার জন্য আগে থেকে রাজনৈতিক ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছেন। ২রা এপ্রিল প্রত্যাকটি ব্লক ও বুথ থেকে গাড়ি ছাড়বে। লক্ষাধিক কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এবারের অভিষেকের জনসভা দ্বিতীয় ব্রিগেড হতে চলেছে।

তক্ষক উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : রবিবার গভীর রাতে কোস্টাল থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে হাতে নাতে ধরে ফেলে এক চোরা শিকারিকে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করে একটি তক্ষক। ধৃত চোরা শিকারির নাম সুভাষ মন্ডল। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবনে কোস্টাল থানার রাধানগর

গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চোরা–শিকারীরা বেশ কিছু দিন ধরে চোরা পথে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে তক্ষক শিকার করছে। আর এই চোরা শিকারিদের আন্তর্জাতিক বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে তক্ষক। তক্ষকটি বর্তমানে সুস্থ আছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাঁকরাইলে মরণফাঁদ

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : ট্রেনে রেল যাত্রীদের সুরক্ষা বলতে গেলে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমনিতে স্টেশনগুলিতেও যাত্রী সুরক্ষার অবস্থা তথৈবচ, কলকাতা সহ শহরতলি এলাকায় এমন অনেক রেল স্টেশন রয়েছে যেখানে প্রতিদিন প্রাণ হাতে করে লাইন পারাপার করে রেল যাত্রীরা। তবে এটাই সকলের গা সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে রেলকে পুরো দোষ দেওয়া যায় না। দুর্ঘটনায় পড়ার জন্য আম জনতারও গাফিলতি রয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের সাঁকরাইল স্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্টেশন। স্টেশনে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্ম যাওয়ার জন্য রয়েছে ফুট ব্রিজ। কিন্তু খুব কম যাত্রীই ওই ফুট ব্রিজ ব্যবহার করে। রেলের তরফ থেকে যদিও প্ল্যাটফর্মের দুই ধার ঘিরে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। প্ল্যাটফর্মের ঘের এক অংশ ভেঙে অবলীলায় প্রাণ হাতে করে রেল লাইন পারাপার করছে যাত্রী থেকে আমজনতা। শুধু কি তাই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির নিচে দিয়ে ওই মরণ ফাঁদের রাস্তা দিয়েই চলছে পারাপার। ঘটছে দুর্ঘটনা। রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন। যেন আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় রয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ যদি ওই ভাষা অংশ পুনরায় মেরামত করে তা হলে হয়তো নিত্য যাত্রীরা দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। এখন দেখার রেল কর্তৃপক্ষ কতদিনে সঠিক ব্যবস্থা নেয়। নিত্যযাত্রী থেকে আমজনতা এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি পায় কিনা।

অভিষেকের সভার প্রচারে পূজালি ভোটের ইঙ্গিত

দীপক ঘোষ : উপলক্ষ ডায়মন্ডহারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২ এপ্রিলের জনসভা। প্রধানত এখান থেকেই পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নেমে পড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে ৭টি পুরসভা নির্বাচন হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পূজালি পুরসভার নির্বাচন আগামী ১৪ মে। গত ১৮ মার্চ পূজালির চিনেম্যান তলায় বড় আকারের কর্মী সভা তৃণমূল জেলা যুব সভাপতি করলেন সওকাত আলি মোল্লা। সঙ্গে ছিলেন দলের বিধায়ক অশোক দেব, আমিরুল ইসলাম (খোকন), নবকুমার বেতাল, সৌরেন মন্ডল, সৈহেব মন্ডল, অনিরুদ্ধ হালদার প্রাক্তন পুরপ্রধান ফজলুল হক সহ আরো অনেকে। এই সভা কার্যত জনসভার চেহারা নেয়। এই মঞ্চে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই নেতা সুব্রত ঘোড়ুই ও শ্যামল দাস।

জনকল্যাণ সমিতির সদস্যারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে গুরুত্ব

দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। অন্যদিকে মাফজুর রহমান বলেন ''আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল যুবার পূজালি টাউন–এর দায়িত্ব পাই সেই দায়িত্ব মনপ্রাণ দিয়ে পালন করছি।' অভিষেকের সভা উপলক্ষে হলেও আজকের সভা কার্যত পূজালি পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা। কারণ প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যে নির্বাচনের ইঙ্গিত পূর্ণমাত্রায় ছিল। তবে অভিষেকের প্রচারে একই মঞ্চে ফজলুল হক ও খোকনকে দেখা গিয়েছে।

মহানগরে

গত ২২ মার্চ ছিল বিশ্ব জল দিবস। সেই উপলক্ষ্যেই ২১ তারিখ প্রেস ক্লাবে কুচিনা আয়োজন করেছিল শুদ্ধ পানীয় জল পানের উপযোগিতার ওপর এক অভিনব প্রচারাভিযান। উপস্থিত ছিলেন কর্ণধার নমিত বাজোরিয়া, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও সুষম খাদ্যবিষয়ক চিকিৎসক হেনা নাফিস। এই অভিযানে তুলে ধরা হয় যে দেশে স্মার্ট ফোন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেও আজও অধরা শুদ্ধ পানীয় জল। **–ছবি : উৎপল কুমার রায়**

আধুনিক সাংবাদিকতায় গান্ধিজির আদর্শের প্রভাব নিয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকি, দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগের প্রধান স্নেহাশিস সুর ও অন্যান্যরা।

পুর বাজেট পেশে তুলকালাম কাণ্ড

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এবারের অর্থাৎ ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষের পুর বাজেট পেশের মধ্য দিয়ে সপ্তম বারের পূর্ণাঙ্গ পুর বাজেট পেশের শেষ করলেন। আর শোভনবাবুর জীবনের মহানাগরিক সময়কালের এবারের বাজেট পেশ হয়তো তাঁর জীবনের ইতিহাসের পাতায় একটি 'বিরূপ ইতিহাস' লেখা হয়ে গেল। গত ১৮ মার্চ দুপুর ১:০৬ থেকে ১:১৫ মাত্র ১০ মিনিটে ২৭ পাতার 'বাজেট বিবৃতি' পাঠকালে কলকাতা পুরসংস্থার ঐতিহাসিক অধিবেশন কক্ষের 'পোডিয়ামে' যে তুমুল হই–হট্টগোল, হাতাহাতি, তীব্র কথা কাটাকাটি, শাসক বনাম বিরোধী প্রতিনিধিদের মধ্যে ধস্তাধস্তি, মুখ থুবড়ে পড়া তুলকালাম ঘটনার মধ্যে দিয়ে কলকাতার ক্রমোন্নয়নের জন্যে ৪,৫৫৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার পুরবাজেট পেশ করলেন তা পুর ইতিহাসের পাতায় একটি ভিন্ন রকম বাজেট পেশের দিন হয়ে গেল। আর এ মহানগর ছাড়িয়ে রাজ্য থেকে সারা দেশবাসীর কাছে ঐতিহ্যবাহী কলকাতা পুরসংস্থার অধিবেশন কক্ষের তুলকালাম ঘটনার ছবি পুর ইতিহাসের পাতায় যে বিরূপ প্রভাব পড়ল যে, বাজেট–বিবৃতি বিষয়ে দু'দিনের দীর্ঘ পুঙ্খানুপুঙ্খ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অধিবেশন কক্ষে ইলেকট্রনিক থেকে প্রিন্ট মিডিয়ার আলোকচিত্রীদের প্রবেশ নিষেধ থেকে সচিবের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর ক্লাব রুমে বড়ো পর্দায় অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরের দৃশ্য সরাসরি দেখানোর যে ব্যবস্থা হয়, তাও এবারের মতো বন্ধ হল। যদিও পুর সংস্থার ইতিহাসের পাতায় এমন ঘটনা নজিরবিহীন বলেই জানালেন একাধিক অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান পুর আধিকারিকবৃন্দ। স্তম্ভিত শাসক দলের একাধিক প্রবীণ পুর প্রতিনিধিবৃন্দ।

পুঞ্জীভূত ঘাটতির ক্রম–বৃদ্ধি

২০১৭–১৮ অর্থবর্ষের পুর বাজেটে মহানাগরিক ১৫৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন। বাজেটে অনুমিত আয় দেখানো হয়েছে ৩,২৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অনুমিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৩,৩৮৯ কোটি ৮৮ লক্ষ। অনুমিত আয়–ব্যয়ের এই হেরফেরে এবারে প্রারম্ভিক ঘাটতি ১,০৮৭ কোটি ২২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা সহ ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষের শেষে ক্রম পুঞ্জীভূত ঘাটতির পরিমাণ হবে ১,২৪৬ কোটি ৬০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই পুরসংস্থার ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে। বাজেট পেশের পর মহানাগরিক বলেন, সংশোধিত হিসাব অনুসারে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি বলেন, আমরা চাই কলকাতা মহানগরের প্রতিটি মানুষ যেন সসম্মানে জীবনযাপন করতে পারেন। সমস্ত রকমের মৌলিক নাগরিক পরিষেবা যেন পৌঁছে যায় শহরবাসীর দোরগোড়ায়। পরিস্রুত পানীয় জল সরবহরাহ, মসৃণ পথঘাট, উন্নততর বস্তি পরিষেবা, উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা, দৈনিক বর্জ্য অপসারণ, শহরে পর্যাপ্ত আলোকায়ন এবং দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাধ্যমতো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

এবারের বাজেট বিতর্কের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ১৩ ঘন্টার আলোচনায় সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল, পুর কংগ্রেস দলের দলনেতা ও মুখ্য সচেতক প্রকাশ উপাধ্যায় তার বাজেট–বিতর্ক সদ্যগঠিত বিধাননগর পুরসংস্থার মহানাগরিক সব্যসাচী দত্তের এবারের বাজেট–বিবৃতিতে পুরপ্রতিনিধিদের 'এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে' বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের কথা তুলে ধরে কলকাতার মহানাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর তাতেই মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় তার গত ২১ মার্চের সন্ধ্যায় ৪০ মিনিটের 'বাজেট বিতর্কে'র জবাবি বক্তৃতায় বিধাননগরের সূত্র টেনে ধরে কলকাতার পুর প্রতিনিধিদের আগামী এপ্রিল থেকে 'এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে' পুরপ্রতিনিধি প্রতি বার্ষিক ১৫ লক্ষ থেকে বর্ধিত করে ২০ লক্ষ টাকা করেন। এছাড়া মহানাগরিক জানান, অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন দলের পুর প্রতিনিধিরা এই বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছিলেন। এরই সঙ্গে পুর প্রতিনিধিদের মাসিক ভাতা ও 'ইন্ট্রিগ্রেটেড বরো স্কিমে' বরো পিছু বরাদ্দ অর্থ বানানোর বিষয়টি ভাবনাচিন্তার পর্যায় রয়েছে বলে মহানাগরিক জানান। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পুর অর্থ দফতর ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন। ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষেই 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (ইউএএ) চালু হবে বলে বাজেট বক্তৃতায় মহানাগরিক উল্লেখ করেন। এটি হলে পুরবাসীর সুবিধা হবেও বলে তিনি জানান। পুর অধ্যক্ষা মালা রায় বাজেট অধিবেশন শেষে জানান, পুর বাজেটে অনেক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। তাতে পক্ষে–বিপক্ষে মতামত থাকতেই পারে। কিন্তু, বাজেট বহির্ভূত আলোচনা অনভিপ্রেত। তবে ঘাটতি বাজেটের ভালো বা মন্দ দিক অন্যদিকে উদ্ধৃত্ত বাজেটের সুবিধা ও অসুবিধা বা 'সাসপেন্স খাতে আয়ে'র বিষয়টি অর্থনীতির এই সমস্ত বিষয়গুলি যদি পুর প্রতিনিধিরা আরও বেশি জ্ঞানার্জন করতেন। তবে আরও ভালো হতো।

মাঙ্গলিকী

শিল্প ভাবনার পনেরো বছর

'শিল্প ভাবনা' শিল্পীদের একটি সংস্থা। শিল্প ভাবনার বয়স পনেরো ষোলোতে পড়ল। এর পথ চলা শুরু হয় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট প্রবীণ কলা সমালোচক সোমেন পাল। তাঁর সঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রয়াত শিল্পী শ্যামল সেন, রাত্রি বসু ও জয়শ্রী সেন। এছাড়াও প্রথমদিক থেকেই ছিলেন বিশিষ্ট ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত ও প্রয়াত শিল্পী সন্তোষ রোহতাগী। কলকাতার বহু বিশিষ্ট, সুপরিচিত এবং নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রতি মাসে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, একটি উত্তর কলকাতায় এবং অন্যটি দক্ষিণে। প্রতিমাসে একজন শিল্পী বা শিল্প সমালোচক বা শিল্প নিয়ে লেখালেখি করেন এমন একজনকে এই সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া 'শিল্প ভাবনা' নামে একটি শিল্প বিষয়ক পত্রিকাও প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। শিল্পীদের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী এবং কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর ছবি বিক্রির টাকা থেকে সুনামির সাহায্য কল্পে দেওয়াও হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক সোমেন পাল এবং সরকারি সম্পাদক শিল্পী সুমিত দাশগুপ্ত।

যোগাযোগ : সোমেন পাল (সম্পাদক) মো : ৯৯০৩৭৩৪২৩১

সুমিত দাশগুপ্ত (সহঃ সম্পাদক) মো : ৯৮৩৬৯১২৪৬৯

নব্বই বছরে ভগ্নদূত

ভগ্নদূত পত্রিকা নব্বই বছরে পদার্পণ করল। এই পত্রিকার জন্ম সাপ্তাহিক হিসাবে। পরে কিছুকাল দৈনিক। তারপরে পাক্ষিক। বর্তমানে মাসিক। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন শিশিরকুমার বসু। সেই সময়ে দেশে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রভাবে সংগঠিত হচ্ছে। সেইসব খবর নিয়ে ভগ্নদূত সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশ হল। ভগ্নদূত অর্থে যে যুদ্ধের সংবাদ বহন করে আনে। অর্থের অভাবে ধারে কাগজ ও ছাপাখানার খরচ চালাতে হতো। ভগ্নদূত জনপ্রিয়তা পেল। প্রচার সংখ্যাও বাড়ল। অনেক সংখ্যা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করল। পত্রিকার নিজস্ব ছাপাখানা এবং দফতর হলো। পত্রিকার বিষয় ছিল রাজনীতি এবং সাহিত্য সংস্কৃতি। কিছুদিন পর ভগ্নদূত দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। সম্পাদক হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ব্রিটিশ সরকার কাগজটিকে বেশিদিন চালাতে দেয়নি। ছাপাখানাও তারা বাজেয়াপ্ত করেছিল কিন্তু প্রকাশনা বন্ধ হয়নি। ভগ্নদূত পত্রিকায় সেকালের সব লেখকই লিখেছেন। সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন এই পত্রিকায়। তাঁকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। শিশিরকুমারের বয়স হয়ে যাওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা করতেন নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ও হরলাল বর্ধন। বর্তমানে যুগ্মভাবে সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন সোমেন পাল এবং ঝরণা গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপন, সুস্মিতা ও অন্বেষার চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় ভাস্কর স্বপন মাইতি, তার স্ত্রী সুস্মিতা মাইতি ও তাদের কন্যা অন্বেষা মাইতির চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। স্বপন মাইতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ভাস্কর্য নিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে তার বেশ কয়েকটি কাঠের ভাস্কর্য তিনি প্রদর্শন করেছেন। তিনি মূলত ফিগার নিয়ে কাজ করেছেন। তবে ফিগারকে তিনি বেশিরভাগ সময়ই এক চূড়ান্ত বির্মূততার দিকে নিয়ে গিয়েছেন যার পলে নান্দনিক দিকটি প্রায়শই হারিয়ে গিয়েছে। সুস্মিতা মাইতিও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেইনটিং–এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি প্রদর্শনীতে সবই কোলাজ ছবি করেছেন। কোলাজ ছবিতে যে এক বিশেষ আকর্ষণ থাকে তার ছবিতে সেটার অভাব দেখা গেল। ভবিষ্যতে তাকে কোলাজ নিয়ে আরও বেশি ভাবনা চিন্তা করতে হবে। ছোট্ট মেয়ে অন্বেষার ছবিতে শিশু মূলত ড্রয়িং সঙ্গে এক সুন্দর রঙের মেলবন্ধন দেখা গেল।

অজয় ঘোষের চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে চিত্রী অজয় ঘোষের চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। বর্তমানে ভারতীয় শৈলীতে মাত্র যে কজন শিল্পী ছবি আঁকছেন অজয় ঘোষ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ভারতীয় রীতির চিত্রকলা পাঠ নিয়েছেন। সেকানে শিল্প শিক্ষক হিসাবে ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীকে পেয়েছেন। এছাড়া বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যও লাভ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি ওই কলেজেই ভারতীয় রীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৮২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। সারাজীবনে বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রদর্শনীতে তিনি টেম্পেরা ও ওয়াশ দুধরনের ছবি রেখেছেন। তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই রঙের খুব হালকা ব্যবহার দেখা গেল। তাঁর ছবিতে দু ধরনের বিষয় ভাবনা উঠে এসেছে। বেশ কিছু ছবি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হল পার্থসারথী, মহাজীবন, পঞ্চবটী ও সন্ন্যাস। এছাড়া বেশ কিছু ছবিতে তিনি দৈনন্দিন জীবনের সমাজ চিত্রকে ধরতে চেয়েছেন। সেগুলির মধ্যে কামারশালা, মাও শিশু এবং অন্তরঙ্গ কাজগুলি নজর কাড়ে।

কলেজ স্কোয়ারে ম্যাজিক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ স্কোয়ারে 'চিলড্রেন্স গার্ডেন অ্যান্ড ক্যালকাটা হা–ডু–ডু ক্লাব' ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। আজও সংগঠনটি অতি সক্রিয়। ছোটদের সাঁতার প্রশিক্ষণ ছাড়াও, অঙ্কন প্রশিক্ষণ, ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে সংগঠনটির। এছাড়া ছোটদের আবৃত্তির প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। আরও আছে ব্যতিক্রমী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা— ছোটদের জাদুকলার প্রশিক্ষণ। এই বিভাগটির নাম 'দি আর্ট অব মর্ডান ম্যাজিক স্কুল'। এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হলেন যুবা জাদু প্রতিভা অমর কুমার।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি উক্ত স্কুলের অ্যানুয়াল ম্যাজিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল পেরেন্ট অর্গানাইজেশনের ব্যবস্থাপনায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করলেন ক্লাবের এক প্রাণপুরুষ কো–অর্ডিনেটর শ্রী দিলীপ দাস— তাঁকে জাদুময় অভিবাদন। শ্রী দিলীপ দাসের নেতৃত্বেই ক্লাবের তরফে আমন্ত্রিত জাদু শিল্পীদের অতি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই সব জাদু শিল্পীরা হলেন বরিষ্ঠ সৌখিন জাদুকর, নাট্যকর্মী মানস সিনহা; যুবা জাদু প্রতিভাদ্বয় তথা রাজীব লাল মৃধা ও দিব্যেন্দু নাথ; তরুণ সাংবাদিক ও জাদুকর প্রিয়ম গুহ ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লাবের আর এক 'আপনজন' 'লাল্টুদা' সারাদিন ব্যাপী সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজটিও করলেন অতি আন্তরিকভাবে (সকালে প্রাতঃরাশ, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন, বিকালে 'হাই টি'—সব কটি ব্যবস্থাকেই বলা যায় ছিল 'ভুরিভোজ')— 'লাল্টুদা' 'আপনারে সেলাম'।...

দিনের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষার্থীদের 'স্ট্যান্ড আপ ম্যাজিক কমপিটিশন'। এর জন্যে একটি ছোট স্ট্যান্ড আপ মঞ্চও তৈরি করা হয়। এই মঞ্চেই বিভিন্ন বয়সের জাদু শিক্ষার্থীরা দেখালো তাস, মুদ্রা, রুমাল, দড়ি প্রভৃতি নিয়ে বৈচিত্র্যময় জাদু। এদের প্রদর্শনী থেকে বোঝা গেল জাদুকলাকে ভালভাবে রপ্ত করার এদের আন্তরিক প্রয়াস রয়েছে— এদেরকে 'জাদুকর' হিসাবে তৈরি করার প্রশিক্ষণের কাজ যথাযথভাবে করছেন প্রিন্সিপ্যাল তথা অভিজ্ঞ জাদুকর অমর কুমার।

স্ট্যান্ড আপ ম্যাজিক কমপিটিশনের ত্রয়ী বিচারক ছিলেন মানস সিনহা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজীব লাল। টাইম কিপারের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পালন করলেন জাদুকর প্রিয়ম গুহ। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করল সুরজিৎ শীল, অর্ণব বড়াল, ইন্দ্রাযুথ পান— এদেরকে 'বিশেষ' অভিনন্দন!

প্রতিযোগিতার পরে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে (ক্লাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন তো ছিলেনই, সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবক অভিভাবিকারা) আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যময় স্ট্যান্ড আপ জাদু দেখালেন দিব্যেন্দু নাথ, রাজীব লাল, প্রিন্সিপাল অমর কুমার ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যাহ্নভোজের পরে ছিল জাদু প্রশিক্ষণ পর্ব। বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ উভয় ধরনের বিবিধ জাদু প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করলেন প্রিন্সিপাল সহ দিব্যেন্দু নাথ, রাজীব লাল ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসরে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করল। অবশ্যই পরে তাদের এইসব খেলা ও খেলাগুলির পিছনের কৌশলগুলির আরও বিবিধ প্রয়োগ ভালো ভাবে শিখিয়ে দেবেন প্রিন্সিপ্যাল অমর কুমার।

বিকালে 'হাই টি'–র পর, কিছুটা সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হল মঞ্চ জাদু প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী দেখলেন কলেজ স্কোয়ারের সান্ধ্য ভ্রমণে আসা এক বিরাট সংখ্যক সুধীজন। বস্তুতঃ এদিন তাঁরা সান্ধ্য ভ্রমণ বন্ধ রেখে জাদুর বিস্ময় সমৃদ্ধ 'আনন্দ জগতে' ঘন্টা আড়াই বিচরণ করলেন... বিশেষ নির্মিত মঞ্চে বর্ণালি আলোক ছটার বর্তিকায়, আবহ সঙ্গীতের সাথে বিবিধ রসের জাদু দেখিয়ে যে সব জাদুকরেরা আসর জমালেন তাঁরা হলেন জাদুকর প্রিয়ম গুহ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল অমর কুমার (পেশাদারি জাদু প্রদর্শনীর ব্যতিক্রমী নমুনা)। তবে সবার আগে মঞ্চ জাদু দেখাল এদিনের সকালের জাদু প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ত্রয়ী উদীয়মান জাদুকর সুরজিত শীল, অর্ণব বড়াল ও ইন্দ্রাযুথ পান— শ্রীমান ইন্দ্রাযুথ মঞ্চে আবৃত্তিও শোনায় (জাদুর সাথে আবৃত্তি যুক্ত কর ইন্দ্রাযুথ!) প্রদর্শনীর শেষে সকালের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সুরজিত, অর্ণব, ইন্দ্রাযুথের হাতে পুরস্কার সহ স্মারক তুলে দিলেন আমন্ত্রিত জাদুকরেরা, প্রিন্সিপাল অমরকুমার ও অপর যুবা জাদু প্রতিভা রাজীব লালের হাতে 'জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র স্মারক ফোল্ডার' (ইন্ডিয়া পোস্টের তৈরি) তুলে দিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত পাল। এই স্মারক ফোল্ডার (ল্যামিনেটেড) দুটি, বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়র কর্তৃক স্থাপিত ইলিউশান অর রিয়ালিটি ম্যাজিক 'রিসার্চ সোসাইটির' তরফে সম্মাননা হিসাবে উপহার দেওয়া হল দুই যুবা জাদু প্রতিভাকে। এই মঞ্চেই জাদুকর প্রিয়ম গুহ ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানানো হল তাঁদের হাতে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, স্মারক, উপহার তুলে দিয়ে।

শেষে বলতেই হয়, উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ছোটদের নিয়ে চলা সংগঠন ম্যাজিক সেমিনার আয়োজন করে জাদুকলাকেই বিশেষ সম্মান জানানোর জন্য সংগঠনের পরিচালকবৃন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

ইনার হুইল ক্লাব অফ ক্যালকাটা মেট্রো ময়দান আয়োজন করেছিল লা লা ল্যান্ড কার্নিভ্যাল ১৮ মার্চ লায়ন্স সাফারি পার্কে। বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের জন্য এই সংস্থার লা লা কার্নিভ্যালের আয়োজন করেছিল। বাচ্চাদের আনন্দদানের জন্য বিভিন্ন খেলা এবং নাচ গানের আয়োজন করা হয়।

খবরাখবর

বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ী : স্বাধীনতার সাত দশক, সারা ভারত জন বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে বিজ্ঞান অভিযান ২০১৬ – ১৭ 'সবার দেশ আমাদের দেশ' শীর্ষক জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বীরভূমে সিউড়ী এবিটিএ হলের সত্যপ্রিয় সভাকক্ষে। উপলক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭০ বছর ও সংগঠনের ৩০ বছর পূর্তি। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সুশান্ত রাহা, নাট্যকার দেবাশিস দত্ত, লেখক প্রদীপ ভাদুড়ি, ডাক্তার স্বপন মন্ডল, জেলা সহসম্পাদক ড. দেবাশিস পাল, সম্পাদক প্রসেনজিত প্রামানিক, সিউড়ী বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক শুভাশিস গড়াই, মায়া দত্তসাধু, সুকমল সিং, কমলাশিস গোস্বামী, সাংবাদিক অভীক মিত্র।

৮টি বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে ১৬৩ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির 'বিজ্ঞানের খবর পাঠ' (সময় ৫ মিনিট) প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় কালীগতি স্মৃতি নারীনিকেতনের তিতাস মাহাতো, দ্বিতীয় আঢ্য সাহা ও তৃতীয় হয় সানন্দা আচার্য্য। নবম ও দশম শ্রেনির বিতর্ক প্রতিযোগিতায় 'পক্ষে' বলে প্রথম হয় সাঁইথিয়ার বিদিশা মন্ডল, দ্বিতীয় হয় আরটি হাইস্কুলের রুকসোনা বেগম। 'বিপক্ষে' বলে প্রথম হয় আরটি হাইস্কুলের সমদর্শিতা সাধু, দ্বিতীয় হয় বাহিরীর সুরঞ্জনা ঘোষ। বিতর্কের বিষয় ছিল–'কল্পকাহিনী বিজ্ঞান মানসিকতায় অন্তরায়'। জেলাস্তরের সফল প্রতিযোগীরা আগামী ২ এপ্রিল রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। উপস্থিত সকলে প্রতিযোগীদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

জটার দেউলে ঐতিহ্য সচেতনতা সমারোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের মথুরাপুর–২ ব্লকের কঙ্কনদিঘীর জটার দেউল গ্রামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কলকাতা মন্ডলের উদ্যোগে ঐতিহ্য সচেতনতা সমারোহ এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর–২ বিডিও স্বাতী চক্রবর্তী, অধীক্ষণ পুরাতত্ত্ববিদ গৌতম হালদার, রায়দিঘী কলেজের সহায়ক অধ্যাপক ডঃ জানান আলি পুরকাইত। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষ্ণকালী মন্ডল, ধূর্জটি নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, হেমেন মজুমদার, অমৃতলাল পাড়ুই, বিশ্বজিৎ সাহু, ওয়াজেদ আলি প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্কুল কলেজের ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। গৌতম হালদার সুন্দরবনের জটার দেউলের ঐতিহ্যের উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন এবং সচেতন করার আহ্বান জানায় সাধারণ মানুষজনকে। জটার দেউল এলাকার মাটি খুঁড়ে বহু পুরাতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন জটার দেউল সেনযুগের। এই সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে এলাকার মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে এই দেউল নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন যাতে নতুন প্রজন্ম এই অজানা ইতিহাস বিষয়ে কিছু জানতে পারে। এজন্য স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে হবে।

ডাঃ হাঃ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার থানার মেঘনা ভবনে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং স্বয়ংসিদ্ধা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় নারী পাচার বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন হয়। এ দিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে, স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার, মহিলা থানার ওসি পিঙ্কি ঘোষ, স্বয়ংসিদ্ধার কর্ণধার ঋষিকান্ত শক্তি, ৮টি ব্লকের আই সি ডিএস কর্মীরা। পুলিশ সুপার বলেন, সাধারণ মানুষজনকে আরও সচেতন হতে হবে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে। পাচারকারীরা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার করে থাকে। তাই প্রলোভনে পা দেবেন না। অপরিচিত কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিন। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। স্বয়ংসিদ্ধার কর্ণধার ঋষি কান্ত শক্তি বলেন আগামী দিনে এলাকার প্রতিটি স্কুলে, থানায় স্বয়ংসিদ্ধার প্রতিনিধিরা থাকবে। ফলে নারী পাচার শিশু পাচার রোখার ক্ষেত্রে মানুষজন অনেকটা সচেতন হয়ে উঠবে। এদিনের কর্মশালায় এলাকার প্রায় এক হাজার আইসিডিএসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিরল প্রজাতির পেঁচা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার সকালে বন দফতরের কর্মীরা একটি বিরল প্রজাতির লক্ষ্মী পেঁচা উদ্ধার করে। বর্তমানে লক্ষ্মী পেঁচাটি সুস্থ আছে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ক্যানিং মহকুমা টেজারি বিল্ডিং কার্যালয়ে একটি প্রায় এক বছরের বয়সের লক্ষ্মী পেঁচা দেখতে পায় সরকারি কর্মচারীরা। বিল্ডিংয়ের একটি ঘরের খোপে পেঁচাটিকে দেখতে পায় অফিসের কর্মীরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে বনদফতরের মাতলা রেঞ্জে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাতলা রেঞ্জের বনদফতরের কর্মীরা। তারা এই বিরল প্রজাতির লক্ষ্মী পেঁচাটি উদ্ধার করে। বর্তমানে এই পেঁচা খুব একটা দেখা যায় না। সুন্দরবনের এই বিরল লক্ষ্মী পেঁচা প্রায় ১০ বছর বাঁচে। আর সাধারণত এই পেঁচা ৭ থেকে ৮টি ডিম পাড়ে। এই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। পেঁচাটি প্রায় এক থেকে দেড় ফুট লম্বা। সাধারণত এরা রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করে। কারণ এরা দিনের বেলায় দেখতে পায় না। বনদফতরের মাতলা রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ বলেন খবর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা একটি বিরল প্রজাতির লক্ষ্মী পেঁচা উদ্ধার করে। পেঁচাটি বর্তমানে সুস্থ আছে। এই পেঁচাটিকে ঝড়খালির অ্যানিমাল পার্কে তুলে দেওয়া হবে।

মরনোত্তর অঙ্গদান সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমোদপুর: ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং বোলপুর ইনস্টিটিউট অব টোটাল এডুকেশান–এর যৌথ উদ্যোগে আমোদপুর জয়দূর্গা হাইস্কুলে হয়ে গেল মুমূর্ষকে অঙ্গদান মরনোত্তর অঙ্গদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সচেতনতা শিবির। উপস্থিত ছিলেন আমোদপুর পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য, কৌতুক অভিনেতা অতনু বর্মন, সাংবাদিক অভীক মিত্র, আমোদপুর জয়দূর্গা হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অতনু বর্মন। আঙ্গদানের তাত্বিক দিকটা জনসমক্ষে তুলে ধরেন ইনস্টিটিউট অব টোটাল এডুকেশান–এর তারক ব্যানার্জী। প্রোজেক্টারের মাধ্যমে অঙ্গদানের টেকনিক্যাল দিকটা তুলে ধরেন ইনস্টিটিউট অব টোটাল এডুকেশান–এর কর্নধার সুদীপ্ত আচার্য্য। ১৯৮৪ সাল থেকে 'গণদর্পণ' অঙ্গদানের উপর কাজ করে চলেছে। ক্যান্সার, এডস রোগীরা কখনও অঙ্গদান করতে পারবে না।

BELGADE–র বাসিন্দা RORALD HERRICK ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে যমজ ভাইকে প্রথম কিডনি দান করেন । এটাই ছিলো পৃথিবীতে প্রথম অঙ্গদান। অঙ্গদানের তিনটি কারণ হল–Teaching and Research Medical Science, Pathological Autopsy to know the causes uniderti–fied diseases, organ and tissue transplation। উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন বলে জানান আমোদপুর জয়দূর্গা হাইস্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক তথা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রসেনজিত মুখোপাধ্যায়। এদিন ২০ জন অঙ্গদানের জন্য অঙ্গীকার করেন। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ৫০ বছরের 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক আমোদপুর জয়দূর্গা হাইস্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক প্রসেনজিত মুখোপাধ্যায় নিজেই।

৩০তম শিল্পাঞ্জলি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ থেকে ১৩ মার্চ চারদিনব্যাপী ৩০তম শিল্পাঞ্জলি উৎসব হয়ে গেল গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে।বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পুরউন্নয়ন পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং কাউন্সিলর শংকর দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাউন্সির তুষারকান্তি ঘোষ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আভা চক্রবর্তী, ডক্টর নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ দেবনাথ, শ্যামল বিশ্বাস,সমীরকিশোর নন্দী প্রমুখ।এছাড়া বিভিন্ন দিনে ছিল সেমিনার, নাটক প্রতিযোগিতা, অঙ্কন, সংগীত, আরও প্রতিযোগিতা, নৃত্যনাট্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সেমিনারের বিষয় ছিল 'চেতনা সংগঠনে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব'। বক্তব্যে অংশ নেন আকাশবাণীর নাট্য বিভাগের আধিকারিক ও গবেষক আশিস গিরি,শান্তনু দে, ঋতুপর্ণ বিশ্বাস,অশোক পাল। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়,রামমোহন দত্ত, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়,পলাশ মন্ডল, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

কাঠে–কপাটে লড়াই চলছে

দুরন্ত ভারত ও অদম্য অজিদের মধ্যে

অরিঞ্জয় মিত্র

একেই বোধহয় বলে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া যেভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলছে তাতে এই চিত্রটাই

খুব স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠছে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে নারাজ। যদিও তুল্যমূল্য বিচারে টিম স্মিথের চেয়ে কোহলির ভারত অনেকটাই এগিয়ে। তাও তৃতীয় টেস্টে রাঁচির মাঠে ভারতকে যেভাবে ক্যাঙারুর দেশ রুখে দিল তা মোটেই ফেলনা নয়। আবার এও নয়, যে অজিরা একেবারে তাদের চূড়ান্ত ফর্মে থাকতে পারছে এই সিরিজে। বরং পদে পদে কখনও অশ্বিন, কখনও জাদেজা, আবার কখনও বা চেতেশ্বর পূজারা–ঋদ্ধিমান নামক শৃঙ্গে গিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছে এই টিম অস্ট্রেলিয়া।

এই সিরিজ তাই সব অর্থেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। প্রথম টেস্টের কথাই ধরা যাক না কেন। পুনেতে সিরিজের প্রথম টেস্টের আগে এমন একটা বাতাবরণ তৈরি ছিল যে ভারত বোধহয় এবার অস্ট্রেলিয়াকেও এই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করবে, অর্থাৎ ৪–০ হারাবে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা তো বটেই ভারতের অনেক প্রাক্তন তারকাও এই সুরে সুর মেলাচ্ছিলেন। এদের মধ্যে পয়লা নম্বর নাম আবার হরভজন সিংয়ের। ভাজ্জি তো এমন বলতে শুরু করেছিলেন যে এই অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে যেন দুগ্ধপোষ্য। তাই ভারতের পক্ষে এই অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। ভাজ্জির এই কথাকে যুক্তি জোগাচ্ছিল সাম্প্রতিক সময়ে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত পারফরমেন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের পর্যুদস্ত করা, দেশের মাটিতে কিউই (নিউজিল্যান্ড) ও ইংরেজদের রীতিমতো দুরমুশ করেছিল টিম কোহলি। এর প্রেক্ষিতে ভারতকে ফেভারিট ভাবাটা নিশ্চয়ই খুব একটা অবাচীনের পরিচয় দেওয়া নয়। তবে হরভজনের মতো একজন সিনিয়র ক্রিকেটার যিনি অস্ট্রেলিয়ান টেম্পোর সঙ্গে খুবই অভ্যস্ত তার পক্ষে দুম করে অজিদের এতটা 'আন্ডারএস্টিমেট' করা মোটেই ঠিক হয় নি। হয়তো এই দলে সেভাবে পরীক্ষিত ক্রিকেটার কম থাকায় হরভজন এমন মন্তব্য করার সাহস পেয়েছিলেন। 'নাদান' ভেবে অস্ট্রেলিয়াকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে। এখনকার জনপ্রিয় এক বিজ্ঞাপনের শিশু চরিত্রের মতো অজিরা যেন পুনেতে তার পালটা দিয়েছিল এই ভাষায়, 'ডোন্ট আন্ডারএস্টিমেট' অস্ট্রেলিয়া। বস্তুত পুনের আন্ডার প্রিপেয়ার্ড কুখ্যাত পিচ ভারতের পক্ষে ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবাগত ও–কিফের জারিজুরি বোঝার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। পুনেতে অপ্রত্যাশিতভাবে জিতে সিরিজ এগিয়ে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ানদের হম্বিতম্বি ছিল যারপরনাই। ভাজ্জির মন্তব্যের যোগ্য জবাব বলেও পুনের জয়কে অভিহিত করেছিল অজি শিবির। অবশ্য হরভজনের অজিদের সম্পর্কে মন্তব্য ও পুনে টেস্ট জেতার পর অস্ট্রেলিয়ান বহিঃপ্রকাশ সব কিছুর মধ্যে একটা 'মাঙ্কিগেট' (হরভজন বনাম সাইমন্ডসের একসময়ের টক্করকে এই নামেই তুলে ধরা হয় ক্রিকেট ইতিহাসে)–এর ছায়া পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

কিন্তু কথায় বলে না, এক মাঘে শীত যায় না। তাই পুনেতে ওরকম জঘন্য হারের পরেও যেভাবে বেঙ্গালুরুতে ভারত ঘুরে দাঁড়ালো তা ব্যাখ্যা করা কার্যত লোমহর্ষক এক কাহিনী লেখার সামিল। অতীতে এইরকম পিছিয়ে পড়ার পর ভারতের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর রেকর্ড খুবই কম। তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মতো টিমের সঙ্গে। কোহলির আমল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য বহু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের। বস্তুত নিজের হার না মানা অদম্য মনোভাব পুরো টিমের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই তরুণ ভারত অধিনায়ক। তিনি যেন কপিল, ধোনি ও সৌরভের মিশ্রণ। বরং বলা যায় পূর্বসূরীদের ছাপিয়ে আরও অনেক ওপরে ওঠার রসদ ভরপুর বিরাটের মধ্যে। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হিসেবেও একের পর এক সিরিজ জিতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কতটা বড়মাপের ক্রিকেটার তিনি। বস্তুত নিজে যে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটটা খেলেন ঠিক সেটাই তুলে এনেছেন নিজের অধিনায়কত্বে। ফলে ভারতীয় দল হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য।

পুরো টিমের মধ্যেই এখন কোহলির নাছোড় মনোভাব সঞ্চারিত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের সঙ্গে যে আধিপত্য বজায় রেখে টিম ইন্ডিয়া জয় তুলে নিয়েছে তাতে স্পষ্ট দল নিয়ে আর ভাবনার কিছু নেই। সাফল্য যেন নিজে থেকে এসে ধরা দিচ্ছে টিম কোহলির কাছে। দেশের অন্যতম সেরা অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি দলের একদিন ও টি–২০–র অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর কোহলির কাছে এবার সব ধরণের ফর্মাটে ক্যাপ্টেনশিপের সুযোগ এসে গিয়েছে। এই সুযোগ যে কোহলি বিরাটভাবে কাজে লাগাবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত প্রাক্তন তারকা থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেলেও এখন আরও জোরদারভাবে বলা চলে ভারতীয় ক্রিকেটে সত্যিকারের কোহলিআনা শুরু হচ্ছে। বিরাট এমন মাপের ক্রিকেটার যিনি চাপ নিতে সাঙ্ঘাতিক ভালোবাসেন। দল চাপে পড়লে তাঁর খেলা যেন আরও খোলে।

অধিনায়ক হিসেবেও সেই চাপ নেওয়ার ক্ষমতা বজায় রেখেছেন কোহলি। শচীন তেন্ডুলকরের মতো বড় মাপের ক্রিকেটার পর্যন্ত অধিনায়কত্বের চাপ নিতে পারতেন না। সেদিক থেকে বিরাট একদম ব্যতিক্রম। ক্যাপ্টেন হয়ে যেন তাঁর খেলা আরও খুলেছে। টেস্ট অধিনায়ক হয়ে তার নমুনা ইতিমধ্যেই কোটি কোটি ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। ওয়ান ডে ও টি–২০ ফর্মাটে দেশের ক্যাপ্টেনশিপ করতে গিয়ে সেই বিরাট যে আরও ধারালো হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য। ভারতীয় ক্রিকেটে এই বিরাট যুগ যে আগামী বেশ কয়েক বছর চলবে তা এখন থেকে বলে দেওয়াই চলে। সবথেকে বড় কথা সৌরভ ও ধোনির মানসিকতার একটা মিশেল লক্ষ্য করা যায় বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বে। ভয়ডরহীন, ডাকাবুকো এই মানুষটাকেই তো এখন দরকার ভারতীয় ক্রিকেটের। স্বাভাবিকভাবে অধিনায়ক কোহলি নিজে রান না পেলেও তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ পূজারা, ঋদ্ধিমান, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা একের পর এক কামাল করছেন মাঠে। যার নমুনা টের পাচ্ছে টিম স্মিথ। যদিও স্মিথ নিজে সামনে থেকে যেভাবে অজিদের হয়ে লড়াইটা দিচ্ছেন তাও কম নয়। ফলে ধর্মশালার শেষ টেস্ট যে চরম নির্ণায়ক জায়গায় পৌঁছে যাবে তা বলাইবাহুল্য।

অলিম্পিক্সকে পাখির চোখ করে পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকার বিভিন্ন খেলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অলিম্পিয়ানদের জাতীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছে:–

খেলার নাম	জাতীয় পর্যবেক্ষকের নাম
অ্যাথলেটিক	পি.টি. উষা অঞ্জু ববি জর্জ
তীরন্দাজী	ডক্টর সঞ্জীব কুমার সিং
ব্যাডমিন্টন	অপর্ণা পোপাট
মুষ্টিযুদ্ধ	মেরি কম অখিল কুমার
হকি	জগবীর সিং
শুটিং	অভিনব বিন্দ্রা
টেনিস	সোমদেব দেববর্মন
ভারোত্তোলন	কর্নম মল্লেশ্বরী
কুস্তি	সুশীল কুমার
ফুটবল	আই.এম. বিজয়ন
সাঁতার	খাজান সিং
টেবিল টেনিস	কমলেশ মেহতা

জাতীয় পর্যবেক্ষকগণ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উচ্চ–অগ্রাধিকার ও অগ্রাধিকারের খেলায় নির্বাচনের নিয়ম, ন্যাশনাল ক্যাম্পের মান নির্দিষ্ট করা, দীর্ঘ মেয়াদী ক্রীড়াবিদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, কোচিং–এর উন্নয়ন, টেকনিক্যাল আধিকারিকদের উন্নয়ন এবং ক্রীড়াবিদদের দক্ষতার পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সহ সরকার, স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন (এন.এস.এফ.)–কে সহায়তা করবেন। তাদের নির্দিষ্ট খেলার ক্ষেত্রে তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় পর্যবেক্ষকগণ দেশের খেলাধুলার মানোন্নয়নে একটি গ্রুপ হিসেবে আলোচনা করবেন।

জাতীয় পর্যবেক্ষকগণ মিশন অলিম্পিক ২০২০, ২০২৪ এবং ২০২৮ –এর জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেবেন।

প্রসঙ্গত ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে খেলাধূলায় যে কোনও সাফল্যকে বড় করে দেখা হয় ঠিকই, কিন্তু তা হয় দুদিনের আবেগস্রোতে গা ভাসানোর মতো। তাছাড়া এত বড় দেশে কতরকম খেলা রয়েছে, তাও ক্রিকেট নিয়ে ভারতবাসীর হিড়িক দেখার মতো। অন্য সব খেলা এখানে দুয়োরাণীর মতো। অথচ বিশ্ব ক্রীড়ার সবথেকে বড় আসর অলিম্পিক্সে কিন্তু এই ক্রিকেটের ঠাঁই মেলে না। কোনও এক দীপা বা সাক্ষী মালিক এসে সেখানে দেশের নাম উজ্জ্বল করেন। সম্ভবত সেই সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবার মাঠে নেমেছে ভারত সরকার তথা ক্রীড়া মন্ত্রক। আশা করা যায় এতেই চাকা ঘুরবে। এমন দিন আসবে যখন বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর নেবে ভারত। সেই দিনের অপেক্ষাতেই তামাম দেশবাসী কার্যত কর গুণছেন। এই জায়গাতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও অবশ্যই পরিকাঠামো গড়ে তোলার। সেদিকে মনোযোগ দিয়েই এই পর্যবেক্ষকদের মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু এতে থেমে গেলেই চলবে না। কারণ অতীতেও দেখা গিয়েছে এমন অনেকবার নানা প্রকার কমিটি গড়ে উঠলেও তা কার্যকর হতে পারে নি। আমলাতান্ত্রিকতা বা রাজনৈতিক গোলকধাঁধায় তা আটকে গিয়েছে। এও দেখতে হবে দীর্ঘদিনের একটি দল যারা ভারত চালিয়েছে তাদের জমানা এখন শেষ। দেশের ক্রীড়ামহলেও নানা জায়গায় এরা নিজেদের প্রতিভুদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর থেকে অন্য সব ক্ষেত্রের মতো দেশের ক্রীড়া মহলও প্রত্যাশা করছে অনেক কিছুর। সবথেকে বড় কথা জং ধরা ক্রীড়া প্রশাসন হটে গিয়ে সে জায়গায় স্থান করে নিতে চলেছে প্রকৃত খেলোয়াররা। উপরোক্ত পর্যবেক্ষকদের নাম থেকেই তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে শুধু কমিটি গড়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলেই হবে না। দেখতে হবে এঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন কিনা? এ ব্যাপারে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রককেও গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। তবেই গিয়ে অলিম্পিক্স বা বিশ্ব সেরা বিভিন্ন ইভেন্টে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারবেন ভারতীয়রা। এই যে উদ্যোগ এটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সফলতা পাবে না। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে ২০২০–র অলিম্পিক্সেও কিছু ভালো খবর পেতে পারে ভারত। আর এর পরের দুটি অলিম্পিক্সে একেবারে শিখরে ওঠার সম্ভাবনাও তৈরি হয়ে যায়।

রাশিয়া বিশ্বকাপে ঠাঁই করে নিল ব্রাজিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: উরুগুয়েকে ৪–১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে রাশিয়া বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট পাকা করে ফেলল ব্রাজিল। এদিন ব্রাজিলের হয়ে হ্যাটট্রিক করে নজর কাড়লেন টটেনহ্যাম হটস্পারের মিডফিল্ডার পাওলিনহো। একটি গোল করেন নেইমার। এদিন ম্যাচের গতির বিরুদ্ধে সবাইকে চমকে দিয়ে গোল করে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। পেনাল্টি থেকে গোল করে যান এডিনসন কাভানি। তবে পাওলিনহোর বিশ্বমানের গোলে সমতা ফেরায় ব্রাজিল। দুরপাল্লার জোরালো শটে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে ব্যবধান বাড়ান সেই পাওলিনহোই।

ম্যাচ শেষ হওয়ার ষোল মিনিট আগে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন নেইমার। গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে বল চিপ করে গোল করে যান তিনি। ইঞ্জুরি টাইমে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন পাওলিনহো।

ম্যাচ জিতে ঘরের মাঠে উরুগুয়ের চোদ্দ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভেঙে দিল ব্রাজিল। এরই সঙ্গে টিটের কোচিংয়ে টানা আটটি ম্যাচ জিতলেন মার্সেলোরা। এই ম্যাচের আগেই দশ দলের লাতিন আমেরিকার গ্রুপে শীর্ষে ছিল ব্রাজিল। বিশ্বকাপে যোগ্যতাঅর্জন করার জন্য মাত্র একটি জয় প্রয়োজন ছিল নেইমারদের। শীর্ষে থেকেই রাশিয়া বিশ্বকাপের টিকিট পাকা করে ফেলল ব্রাজিল।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

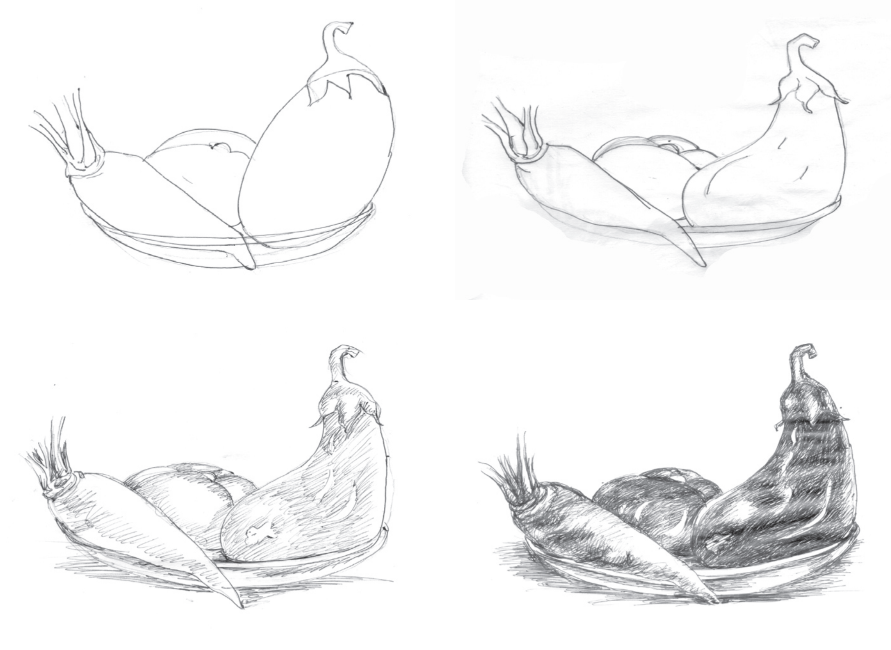

নেংটির কান্ড

বিশ্বেশ্বর রায়

আঁধার ছিলো ঘুটঘুটে
শব্দ হঠাৎ বিদঘুটে
ঘুমটা গেলো তাই ছুটে।
বিছানাতে যেই উঠে
বসলো খগেন হাই তুলে
অমনি হঠাৎ তার কোলে
পড়লো কিছু তুলতুলে,
পালায় ছুটে লেজ তুলে।
আলমারিতে ঢুকলো রে
কুটুস কুটুস কাটছে রে
বইগুলো সব কুরকুরে
কুচিয়ে দেবে শেষ করে!
বাগিয়ে ধরে ডাণ্ডাটা
করলো খগেন কাণ্ডটা
ঝনঝনানো শার্সিটা
পালায় ছুটে নেংটিটা।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

দীপাঞ্জলী দত্ত, অষ্টম শ্রেণি, রমেশ মিত্র গার্লস স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com